সায়্যিদাত

আইবুড়ো নারী সংকট ও ভাবনা

সংকলক

মুহাম্মাদ রশিদ আল আওয়ীদ

ইফতেখার সিফাত

অনূদিত

একজন মুসলিম নারীর প্রধান ক্যারিয়ার হল তার সংসার। নিজের সংসারকে ইসলামের একটি শক্তিশালী দূর্গ এবং ইসলামী প্রজন্ম গড়ে তোলার পাঠশালা হিসেবে সাজিয়ে তোলাই একজন নারীর স্বার্থকতা। ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে একজন নারীর এমন অবদান কোন অর্থকড়ি দিয়ে কেনা সম্ভব না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রকৃতিগতভাবেই একজন নারীর মাঝে প্রজন্ম গড়ে তোলার অদৃশ্য যোগ্যতা দিয়ে রেখেছেন।

প্রজন্ম গড়ে তোলার অন্যতম কেন্দ্র হল সংসার, পরিবার। আর এই সংসার ও পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি হল নারীর স্ত্রী এবং মায়ের পরিচয় ধারণ। তবে সমাজে এটাই নারীর একমাত্র পরিচয় না। সমাজে তার আরো বিভিন্ন পরিচয় থাকতে পারে। আবার কোন কোন নারীকে স্ত্রী কিংবা মা পরিচয় থেকে বঞ্চিত থেকে অন্যকোন পরিচয় ধারণ করেই জীবন কাটিয়ে দিতে হয়। বিষয়টা প্রথমত সমাজের সাধারণ বাস্তবতা। দ্বিতীয়ত একটি সংকটও বটে।

এই পরিস্থিতিতে বাস্তবতা হিসেবে একজন নারী উল্লেখিত দুটি পরিচয়ের বাইরে থেকেও ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ এবং প্রজন্ম গড়ার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারে। নারীর ভিতর আল্লাহপ্রদত্ত এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশ তৈরির প্রতি ইসলামপন্থীদের মনোযোগী হওয়া জরুরী। আবার সংকট হিসেবেও এর নিরসনের জন্য মুসলিমদের দায়িত্ব হল ইসলামী শরীয়ার আলোকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

কার লেখাতে পড়েছি ঠিক স্মরণ নেই। কিন্তু পড়ার পরপরই বিষয়টা আমাকে ভাবিয়ে তুলে। একজন মেয়ে যে, নারী সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামপন্থীদের লেখা পড়ে না কিংবা তাদের বক্তব্য শোনে না, তার কাছে এর কারণ জানতে চাওয়ার পর যেই উত্তরটা বেরিয়ে আসে সেটা নিয়ে সত্যিই আমাদের ভাবা উচিৎ।

সাধারণত আমরা বিবাহিত কিংবা বিবাহপূর্ব সাধারণ বয়সি মেয়েদের উদ্দেশ্য করেই বক্তব্য দিয়ে থাকি কিংবা লেখা প্রস্তুত করে থাকি। আমাদের সম্বোধন, উপদেশ, মোটিভেশন, অনুশোচনা, এককথায় সমস্ত আয়োজনই এই দুই শ্রেণির নারীদের জন্য। যেন সমাজে এই দুই শ্রেণি নারীর বাইরে আর কোনো নারীর বসবাস নেই।

অথচ নারীসমাজের মাঝে উল্লেখ্যযোগ্য একটা অংশজুড়ে এমন নারীদের বসবাস, যারা বয়স্ক, অবিবাহিত কিংবা স্বামীহারা অথবা তালাকপ্রাপ্ত। বলতে গেলে পুরো নারীসমাজের বড় একটা অংশকে আমরা অবহেলা করে আসছি। আমাদের এই অবহেলার ফলে কয়েকটি সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

প্রথমত সাধারণ অবস্থা থেকে এমন নারীদের সংখ্যা একটা জাতীয় সংকটে পরিণত হচ্ছে। বেশ কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের সার্ভে আমাদের সামনে এসেছে। পরিসংখ্যানগুলো যেই চিত্র আমাদের সামনে বের করে এনেছে সেটা এক কথায় ভয়াবহ।

আশংকাজনকভাবে এমন নারীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও বাংলাদেশের নারীসমাজ নিয়ে এই সংক্রান্ত কোনো পরিসংখ্যান আমি খুঁজে পাইনি। তবে আমাদের সমাজ, বাস্তবতায় গভীর দৃষ্টি ফেললে বুঝে আসে, আমাদের সমাজও উল্লেখিত সংকট থেকে মুক্ত নয়। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা

এবং কর্মসংস্থান জটিলতার নারী-পুরুষের বিবাহের গড় বয়স উর্ধ্বমুখী। বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে বাড়ছে পরকিয়া, সেই সাথে ডিভোর্সের সংখ্যা। মোটকথা বাস্তবিক নানা কারণেই বিবাহ-বিড়ম্বনা একটি জাতীয় সংকটে পরিণত হয়েছে। যদিও এখানে নারীদের নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু এই সংকট নারী-পুরুষ নির্বিশেষ সবার জন্যই সামাজিক জটিলতা সৃষ্টি করছে।

দ্বিতীয়ত সামাজিকভাবে এই শ্রেণির নারীরা নানা হয়রানির শিকার হচ্ছে। কটু কথা, নিঃসঙ্গতা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতাসহ বিভিন্ন হয়রানির যাঁতাকলে তারা পিষ্ট হয়ে আসছে। তাদের প্রতি সমাজের অন্যায় দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জঘন্য সব কথাবার্তা হজম করতে হয়। আবার স্থায়ীভাবে তাদের দায়িত্ব নেয়ার জন্যও স্বচ্ছ হৃদয় নিয়ে কোনো পুরুষ এগিয়ে আসে না। নেই তাদের অবসর ও বিষাদময় মুহূর্তগুলোকে কল্যাণময় কাজে ব্যবহার করার উৎসাহ এবং ব্যবস্থাপনা।

বক্ষমান গ্রন্থে এই সংকট নিয়েই আলাপ করা হয়েছে। বইটি জর্ডানের একটি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কিছু লেখার সংকলন। ম্যাগাজিনটির নাম "মাজাল্লা আন-নুর"। সম্পাদক শাইখ রশীদ আল আওয়িদ সংকলনটি প্রস্তুত করেছেন।

বইটিতে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত সংকটের দু'ধরণের সমাধান নিয়ে আলোচনা উঠে এসেছে।

এক, সংকট তৈরি হওয়ার কারণ চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসনের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে।

দুই, উক্ত সংকটে পতিত নারী সমাজ নিয়ে নারী-পুরুষ, মা-বাবা, ভাই-বোন নির্বিশেষ সবার করণীয় ইসলামের আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বইটিতে প্রদত্ত সমাধানগুলোই চূড়ান্ত নয়। গভীর পর্যবেক্ষণের পর এখানে আরো প্রস্তাবনার সুযোগ আছে অবশ্যই। কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, উক্ত সংকট নিয়ে মুসলিমদের ভিতর ভাবনা সৃষ্টি করা। এর নিরসনকল্পে তাদের মাঝে আন্তরিক ফিকির জাগ্রত করা। এতটুকু হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

সায়িদাত

অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় সংগত কারণেই সংযোজন- বিয়োজন করা হয়েছে। প্রায় দুবছর আগে এক দ্বীনি ভাইয়ের মাধ্যমে বইটির সন্ধান পাই। ঐ ভাইয়ের পীড়াপীড়িতে তখনই অনুবাদ করার সংকল্প করি এবং শুরু করে সিংহভাগ শেষও করে ফেলি। কিন্তু হঠাৎ কোনো অজানা কারণে মাঝপথে কাজ থেমে যায়। প্রায় দুই বছর এভাবেই কাজটি পড়ে থাকার পর গত কয়েকদিনে অনুবাদটি সমাপ্ত করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ। সন্ধানদাতা, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টাকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করে নিন। আইবুড়ো নারী সংকট সমাধানে বইটিকে আল্লাহ কবুল করুন। আমিন।

লেখকের জবানবন্দি

প্রিয় পাঠক! আইবুড়ো সম্পর্কে এই সংকলনটি কেন করা হলো? বিষয়টা কি এতটাই গুরুত্ব এবং গবেষণার দাবি রাখে? ভাষার জগতে উনুসুন বা 'আইবুড়ো' শব্দের আদৌ কোনো ভিত্তি বা অস্তিত্ব আছে কি? নাকি তা কল্পনাপ্রসূত ভিত্তিহীন প্রচলিত একটি শব্দ মাত্র? আসুন আমরা এই সম্পর্কীয় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজি।

আইবুড়ো সম্পর্কে বইটি সংকলন করার কারণ হলো, বিষয়টি এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তা উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। বরং তা একটি সামগ্রিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং তার সমাধানের পথ খোঁজা সকলের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। অন্তত্পক্ষে আইবুড়ো সমস্যাটিকে কিছুটা হালকা করার জন্য হলেও সবার ভাবা উচিত। হয়তো এ সমস্যার পেছনে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা মুশকিল। আসলে কে দায়ী? সেই বাবা, যে তার মেয়েকে মেয়ের হাতে হাত রাখার জন্য আগ্রহী প্রস্তাবকারীদের ফিরিয়ে দেয়? নাকি সেই মেয়ে, প্রস্তাবকারী কোনো ছেলের প্রতি যার কোনো মুগ্ধতাই নেই? নাকি বংশীয় ভিন্নতার মতো সামাজিক প্রথাসমূহ এর জন্য দায়ী? নাকি গতানুগতিক পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্ররোচনা এর জন্য দায়ী? নাকি এর দায় সেসব যুবক, যারা বিদেশি মেয়েদের বিবাহ করে, অথচ মেয়ের জন্য ভিন্ন দেশী ছেলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সহজসাধ্য নয়?[১]

পরিসংখ্যান বলছে, কুয়েতে আইবুড়ো মেয়েদের সংখ্যা ১৩%, যার হার নিয়মিত উর্ধ্বগতি। অন্যান্য শহরের সংখ্যাও এর কাছাকাছি।[২] পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে পরিসংখ্যান বিভাগের একটি গবেষণা দাবি করেছে, বিলম্বে বিবাহের ঝোঁক

---

[১] আইবুড়োত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার পিছনে ভিনদেশী মেয়ে বিবাহ করা কুয়েতের সামাজিক বাস্তবতার একটি কারণ হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কারণ নয়। কারণ বাংলাদেশে ভিনদেশী মেয়ে বিবাহ করার প্রবণতা নেই বললেই চলে।

[২] আমাদের দেশে আইবুড়ো নারীদের সংখ্যা ঠিক কত পার্সেন্ট, তা সুনির্ধারিতভাবে বলা না গেলেও দিনদিন তার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

দিনদিন বেড়েই চলছে। বিগত ১৫ বছরে ১৫-১৯ বয়সি স্বামীহীন তরুণীদের হার ৫৮% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে ২০-২৪ বয়সী স্বামীহীন তরুণীদের হার ১৬-৩৯% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণাটি মেয়েদের শিক্ষা ও চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়া এবং এতে আত্মনিয়োগের মনোভাবকে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

একই প্রতিষ্ঠানের অন্য গবেষণা জানাচ্ছে, পরিণত বয়সের (১৯-২২) অবিবাহিত মেয়েদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনিভাবে ২০-২৮ বছর বয়সি অবিবাহিত তরুণী এবং ৩৬-৩৯ বছর বয়সি অবিবাহিত পুরুষের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কম বয়সে বিবাহ একটি গর্হিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গবেষণাটি খুব দাবি করেছে, ১৫-১৯, ২০-২৪, ২৫-২৯ বছর বয়সি বিবাহিত তরুণীদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। পক্ষান্তরে বিবাহের ক্ষেত্রে মধ্যম বয়সী রমনীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণাটির প্রশ্ন উপস্থাপন বলছে, অবস্থা ক্রমান্বয়ে অধঃপতনমুখী। সমাজে বিবাহ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছে। কিন্তু কেন? উত্তরে বলা হচ্ছে, এর অন্যতম কারণ হলো, স্বদেশী বিদেশি মেয়েদের বিবাহ করা, দেশী তরুণীদের বাদ দিয়ে।[৫]

এই সমস্যা শুধু কুয়েতেই সীমাবদ্ধ না। পুরো পৃথিবীতেই তা সয়লাব হয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ মিশরের কথাই ধরা যাক। সেখানে আইবুড়ো মেয়ের সংখ্যা ৪ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ৫৫%ই মাস্টার্স করা এবং ডক্টরেট ডিগ্রিধারী মেয়ে। আর এর জটিলতা শুধু সামাজিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি করছে। পাঠক হয়তো এতক্ষণে আঁতকে উঠেছেন। কিন্তু এটাই নির্মম বাস্তবতা। যেমন, আমেরিকান ডক্টর বেডি সিজাল স্বীয় গ্রন্থ 'আত-তিব্বু ওয়াল হুব্বু ওয়া মুজিযাতুশ শিফা'তে উল্লেখ করেন, বিভিন্ন রিপোর্ট ক্যান্সার এবং মানসিক ভারসাম্য হারানোর পিছনে আইবুড়োর সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ করেছে। তাছাড়া চরম বিতৃষ্ণা, স্নায়বিক উত্তেজনা বা মানসিক চাপসহ সমসাময়িক বিভিন্ন রোগের জন্ম হচ্ছে এই কারণে।

---

[৫] গবেষণার দাবী অনুযায়ী এটা সে দেশীয় একটি কারণ মাত্র। একমাত্র কারণ নয়।

এখানে সে সমস্ত পরিসংখ্যান এবং রিপোর্ট তুলে ধরার সুযোগ নেই, যেগুলো বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতো। এখন আমরা ভূমিকাতে উল্লেখ করা তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজবো। ভাষার জগতে উনূসাত শব্দের কোনো অস্তিত্ব আছে কি? নাকি তা ভিত্তিহীন প্রচলিত শব্দ মাত্র? عنوسة একটি বিশুদ্ধ আরবি শব্দ। আরবরা বলে, عنست المرأة মহিলা আইবুড়ো হয়েছে। বহুবচন হলো عنس (উনুসুন), عوانس (আওয়ানিসু)। عنسها اهلها অর্থাৎ মেয়েটির বিবাহ তার পরিবার আটকে রেখেছে। একপর্যায়ে তার যৌবনের বয়স চলে গেছে।

আল্লামা জাওহারি বলেন, যখন কোনো মেয়ে দীর্ঘদিন অবিবাহিত থেকে তার কুমারী বয়স অতিক্রম করে, তখন তাকে আনিসাহ/আইবুড়ো বলে।

আল-লাইস বলেন, মধ্য বয়সি হওয়া সত্ত্বেও যে নারী অবিবাহিত থাকে তাকে আইবুড়ো বলে।

ইমাম ফাররা বলেন, যে মেয়ে দীর্ঘ দিন বিবাহের অপেক্ষায় আছে, কিন্তু তার বিয়ে হচ্ছে না, তাকে আইবুড়ো বলে।

ইমাম কিসাই বলেন, সাবালিকা হওয়ার পর (অবিবাহিত অবস্থায়) কিছু বয়স পার হলেই তাকে আইবুড়ো বলে।

প্রশ্ন হতে পারে, এই উপাধি কি কেবল নারীদের জন্য ব্যবহৃত হয়, নাকি পুরুষরাও আইবুড়ো হয়? লিসানুল আরব গ্রন্থে এসেছে, নারী এবং পুরুষের মধ্য থেকে যারা বুঝমান হওয়ার পর দীর্ঘ সময় অবিবাহিত থেকে যায়, তাকেই আইবুড়ো বলে।

সুতরাং বুঝা গেল, ভাষার জগতেও এই শব্দের অস্তিত্ব আছে। এ ব্যাপারে আমার আলোচনা আর দীর্ঘ করবো না। এখন আমরা মূল আলোচনার দিকে চলে যাবো, ইনশাআল্লাহ।

সমাজে আইবুড়ো নারীদের সংখ্যা অনেক
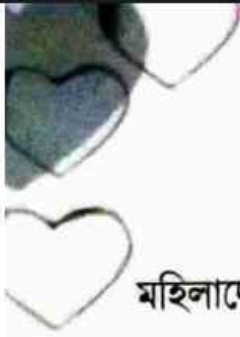
"যদি আমার চারপাশে সমজাতির ব্যাপারে অধিক ক্রন্দনকারী না থাকতো, তাহলে আমি নিজেকে হত্যা করবে ফেলতাম।"

এই পঙক্তিটি জাহিলি যুগের হিজড়ারা বলে বেড়াতো। কবিতাটি আবৃত্তির মধ্য দিয়ে তারা সমজাতীয়দের জন্য চিৎকার করে শোক প্রকাশ করতো। অতঃপর বাস্তবতা স্বীকার করে নিজেকে সান্ত্বনা দিত যে, "সে একাই এই বিপদের সম্মুখীন নয়। তার মতো অনেক মেয়েই এই মুসিবতে জর্জরিত।"

বর্তমানে আইবুড়ো মহিলার এমন অনুভূতি তার সংকীর্ণতা ও বিষণ্ণতাকে কাটিয়ে দিবে। আল্লাহর ফয়সালা গ্রহণে তাকে প্রস্তুত করে তুলবে। সে চিন্তা করবে, আমি তো একা নই। হাজার হাজার, মিলিয়ন মিলিয়ন মেয়ে তার মতো অবিবাহিত। উদাহরণস্বরূপ আরব আমিরাতের একটি নারী সংস্থা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, সেখানে মোট জনসংখ্যার ৫৫%কে অবিবাহিত দেখানো হয়েছে। (এরমধ্যে বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত ও অন্যান্য ক্যাটাগরির মেয়েরাও অন্তর্ভুক্ত)।

উক্ত রিপোর্টের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ডক্টর আমিনা খলিফা বলেন, ১৯৮৫ সালে গণপরিসংখ্যান ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকেই আইবুড়ো মেয়েদের হার উর্ধ্বমুখী। শ্রমমন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের পরিচালিত সম্মিলিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই রিপোর্ট পেশ করা হয়। তিনি আরো বলেন, শুধু তাই নয় এর মাঝে ৩৫ হাজার মেয়েই বাকি জীবন একাকী যাপন করে চলছে। আর সমস্যা সমাধানের যথার্থ ব্যবস্থার অনুপস্থিতির দরুন প্রতি বছর এ সংখ্যা বেড়েই চলছে।

কুয়েতে পারিবারিক অবস্থা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। যা ইঙ্গিত করছে, বিবাহিত মহিলার হার ক্রমান্বয়ে পতনমুখী। এমনকি বিবাহিত

মহিলাদের সংখ্যা ১৯৭৫-১৯৮৫ এর ভিতরে ৭১-৬০% পর্যন্ত নিচে নেমে এসেছে। আরেকটি রিপোর্টে দেখাচ্ছে ২৪-২৫ বছর বয়সি অবিবাহিত তরুণীদের হার ১৯৬৫ সালে ১৬% ছিল। সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৫ সালে ৩৯% এ পৌঁছেছে।

তৃতীয় আরেকটি পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৭৫-১৯৮৫ সালের ভিতর অবিবাহিত মেয়েদের হার ২০% থেকে ২৮.৫% পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে।

সুতরাং যখন আইবুড়ো নারীদের সংখ্যা শত হাজার, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী যেখানে মিশরে ৪ মিলিয়ন আইবুড়ো মহিলা রয়েছে। তখন আমরা একথা বলতেই পারি যে, মিলিয়ন মিলিয়ন আরব মহিলা যাদের ভাগ্যে বিবাহ লেখা নেই, তথাপি তারা একাকী স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারছে। কারণ ইসলামী সমাজের অবকাঠামো আইবুড়ো মেয়েকে তার পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ করে তুলছে এবং পরিবারও তার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। সে তাদের সাথেই থাকে অথবা সে তাদের খোঁজ খবর রাখে এবং তারাও নিয়মিত তার খোঁজ খবর নিচ্ছে। আমি অনেক আইবুড়ো মেয়েদের কথা জানি, যারা নিজেদের হারানো মাতৃত্ববোধকে আপন ভাই-বোনের সন্তানদের পরশে পূরণ করে নিচ্ছে। ফলে এমন হচ্ছে যে, এসব সন্তানেরা পিতা-মাতার চেয়েও নিজেদের অবিবাহিত খালামনি ও ফুপিদের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

হে আমার বোন! নিজেকে একটু হালকা করুন! ভাবুন! মিলিয়ন মিলিয়ন মেয়ে আপনার মতই অবিবাহিত অবস্থায় দিন যাপন করছে। তাদের অনেকে হয়তো বিবাহিত মহিলাদের চেয়েও সুখে আছে। আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে আপনার হৃদয় প্রশস্ত হোক। আল্লাহ আপনাকে শান্তির পরশে ধন্য করুক এবং ভরপুর সুখ দান করুক।

অনেকের চেয়েও সুখী আপনি

আপনি যখন কোনো বোনকে গুলুগুলু বাচ্চা আর স্বামীসহ ঘুরে বেড়াতে দেখেন, তখন কি আপনার ব্যথাতুর হৃদয় অসহ্য হয়ে ওঠে? এই দৃশ্য কি আপনাকে একাকিত্বের কষ্ট স্মরণ করিয়ে দেয়? স্বামীর সংস্পর্শ ও সন্তানদের আদুরে আচরণের শূন্যতা অনুভব করেন? আপনার মনে কি জুলমানা, নিঃস্ব ও বঞ্চিত হবার অনুভূতি জেগে ওঠে?

একটু থামুন বোন! এই না পাওয়ার ব্যথা আর হারানো অনুভূতিকে জমিয়ে রাখবেন না। অন্যথায় দেখবেন নিজের উপর রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠছেন এবং হৃদয়ে দুঃখ জিয়ে রাখছেন।

আপনি হয়তো পারিবারিক জীবনে একটি দিক দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু এর অপর নাটকীয় অধ্যায়গুলো আপনার চোখ এখনো প্রত্যক্ষ করেনি। আপনি যদি পাষাণ, নির্দয় স্বামীর কষ্টে জর্জরিত কোনো বোনকে দেখেন এবং তার সাথে দিনের পর দিন ঘটে যাওয়া ব্যথার কথা শোনেন, তবে হয়তো আপনি আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করবেন যে, তিনি আপনাকে অকল্যাণকর সংসার থেকে মুক্তি দিয়েছেন। যদি আপনি এমন স্ত্রীকে দেখেন, যে বিশ্রামের সময়টুকুও পায় না, কাজের চাপ তার সুস্থতা কেড়ে নিচ্ছে, দায়িত্বের বোঝা চেহারার সজীবতা নষ্ট করে দিচ্ছে, তদুপরি তার অভিযোগগুলো শোনেন। তখন হয়তো আপনি আল্লাহর প্রশংসায় মেতে ওঠবেন, ভাববেন, তিনি আপনাকে এরকম অসহ্য যন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়েছেন।

আপনি যদি কোনো তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সাথে কিছু সময় বসেন, যে তার দুর্ভাগ্যের শোক প্রকাশ করছে, বিবাহের ব্যাপারে অনুশোচনা করছে, আপনার কাছে তার যন্ত্রণার ইতিহাস বর্ণনা করে, দুঃখিত হচ্ছে আর বলছে কী পরিমাণ কষ্ট সে সেই সংসারের জন্য করেছে! সংসার টিকিয়ে রাখতে কী পরিমাণ ধৈর্য সে ধরেছে! তবু সে সংসার টিকিয়ে রাখতে পারে নি। অবশেষে বিবাহ বিচ্ছেদের

মাধ্যমে তার স্বস্তি ফিরে এসেছে। তাহলে নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর প্রশংসায় লিপ্ত হবেন যে, তার মতো যাতনা আপনার সহ্য করতে হয়নি। হে আমার বোন! শত শত বোনের কষ্ট স্মরণ করলে হয়তো আপনার ভিতরে উতলে ওঠা ব্যথা কিছুটা হলেও লাঘব হবে। এই চিন্তা আপনার মাজলুমা চেতনাকে দূর করে দিবে, আপনাকে এক স্বচ্ছ নির্মল অনুভূতিতে ভরিয়ে তুলবে, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে আপনাকে সহায়তা করবে। বদমেজাজি স্বামীর যন্ত্রণায় চিৎকারকারী আপনার বান্ধবীর কথা স্মরণ করুন! ভাবুন এর থেকে আপনার মুক্তি নিয়ে!

আপনার প্রতিবেশী তরুণীর সেই করুণ চিত্র কল্পনা করুন, যাকে তার স্বামী প্রহার করেছে, আর সে বুক ভরা ব্যথা ও ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে এসেছে। আপনি সেই মনের কথা ভাবুন, যে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময়টুকু পায় না। ফুরসত মেলে না তার বই পড়ার শখ মেটাতে। তখন অনুভব করবেন আপনি অসংখ্য নিয়ামতে ডুবে আছেন, অনেক বিবাহিত মহিলার থেকেও ভালো অবস্থায় আছেন। আপনার নির্ভেজাল জীবন নিয়ে তারা হিংসা করবে। আপনার ভরপুর সময় নিয়ে তাদের ঈর্ষা হবে, যে সময়গুলোতে আপনি পড়াশোনা, লেখালেখি, দাওয়াত, সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের মতো শখগুলো পূরণ করতে পারছেন। আমি আশা রাখি, আপনি সন্তুষ্টির চাহনি দিয়ে মুচকি হাসবেন। আপনি মহাসুখে আছেন। আজকের পর আপনার হৃদয়ে অস্থিরতা আর বাসা বাঁধতে পারবে না। প্রশান্তি, তৃপ্তি আর সৌভাগ্যের জন্য হৃদয়ের দ্বারকে উন্মোচন করে দিন। আপনি হবেন সুখী।

গৎবাঁধা জীবনের পাণ্ডুলিপি

এখন আপনাদের সামনে এক বোনের চিঠি পেশ করবো, যিনি নিজেকে উম্মে ইয়ামান হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। এই চিঠিতে তিনি বিবাহহীন জীবনের দুঃখ-কষ্ট কাটিয়ে ওঠার বাস্তব এবং সফল অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। চিঠির শুরুতেই বোন উম্মে ইয়ামান বলেন, আল্লাহ আপনাদের চেষ্টা সফল করুন এবং আপনাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। কারণ, আপনারা অবহেলিত নারীদের বিবেচনায় এনেছেন। আল্লাহর জন্যই আমি আমার বোনদের কাছে কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাচ্ছি, আল্লাহর ইচ্ছায় এগুলো তাদের জীবনে সুখের আভাস ছড়াতে সাহায্য করবে।

অতঃপর বোন উম্মে ইয়ামান নিজের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আমি এখন ৪০ বছরের এক নারী, এখনো যার বিবাহ হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত সকল অবস্থাতেই আমি তার প্রশংসা করি। শুরুর দিকে আমি খুব বিষণ্ণতা এবং একাকিত্ব অনুভব করতাম। যখনই আমার কোনো বান্ধবীর বিবাহ হতো, তখন আমি নিজেকে দুর্ভাগা ভাবতাম। কাউকে স্বামী হিসাবে পাওয়ার জন্য আমার বেঁধে দেওয়া কোনো শর্ত, আবদার, গুণ কিছুই ছিল না। সৎ যেকোনো ছেলেকে বরণ করে নিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এতো বছর পরও তার দেখা মেলেনি। মানুষের কৃপাদৃষ্টি থেকে বাঁচতে একপর্যায়ে আমি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। তবু কোনোভাবেই তাদের করুণার চাহনি আমার পিছু ছাড়ছিল না। পিতামাতা এবং ভাই-বোনদের চোখেও এই টান প্রত্যক্ষ করতাম। তারা আমাকে ... বলে ডাকত। শাবান মাসের শেষের দিকে কোনো একদিন যখন আমরা পবিত্র মাহে রমজানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আল্লাহ তা'য়ালা বিশেষভাবে আমার মনোযোগ পবিত্র কুরআনের প্রতি ফিরিয়ে দিলেন। আমি পুরো কুরআন তেলাওয়াত করলাম। দীর্ঘ ১০ বছর পড়াশোনা থেকে দূরে থাকার কারণে এতে আমার অনেক কষ্ট হয়। প্রথম দিকে কিছু আয়াতের মর্ম বুঝতেও আমার অসুবিধা

হচ্ছিল। তাই একটি তাফসীরগ্রন্থ কিনে আয়াতগুলোর তাফসীর পড়তে শুরু করি। রমজান চলে এলো, তবে আল্লাহর কিতাবের সাথে আমার সম্পর্ক নিরবিচ্ছিন্নই রয়ে গেল। আমি নিয়মিতই তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাফসীর পড়তে লাগলাম। হঠাৎ একদিন সূরা কাহাফের একটি আয়াত আমাকে টেনে ধরলো।

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

সম্পদ ও সন্তান পার্থিব জীবনের শোভা। তবে যে সৎকর্ম স্থায়ী, তোমার প্রতিপালকের নিকট তা সাওয়াবের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট এবং আশা পোষণের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট।[৪]

ভাবতে লাগলাম কী সেই স্থায়ী সৎকর্ম? তাফসীরে পেলাম, প্রত্যেক সৎকাজই স্থায়ী। নামাজ, রোজা, সদকা, জিকির— প্রতিটি কাজের সাথে আমার ভালোবাসা তৈরি হতে লাগলো। আমার হৃদয় প্রশান্ত হতে লাগল। অন্তরে তৃপ্তিবোধ জায়গা করে নিল। আমি আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসায় সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। কারণ তিনি আমাকে এক প্রশান্তিময় সুখী পথের দিশা দিয়েছেন। একটি আপত্তির প্রতিউত্তর দিতে গিয়ে বোন উম্মে ইয়ামান বলেন, "কিন্তু আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য কখনোই বৈরাগ্য জীবনের প্রতি দাওয়াত নয়, বরং আল্লাহর ফায়সালা মেনে নেওয়ার আহবান মাত্র। আমি কোনো বোনকে বিবাহের প্রতি অনীহা রাখার কথা বলছি না। বরং বিবাহের প্রতি সচেষ্ট থাকাই জরুরি এবং স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো কারণে বিবাহ বিলম্বিত হতে থাকলে হতাশ না হয়ে আল্লাহর ফয়সালাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া।

চিঠির শেষ প্রান্তে এসে বোন বলেন, আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু মুসলমানদের কল্যাণার্থেই আমার এই রিসালা। আর তিনিই একমাত্র অন্তর্যামী।

---

[৪] সূরা কাহাফ: ৪৬

এরপর বোন উম্মে ইয়ামান একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য যোগ করেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, যদি আমার রিসালা প্রচার-প্রসারের উপযুক্ত না হয়, তাহলে এতে আমি নিজেকেই দোষারোপ করছি। কারণ, অতি আবেগ থেকেই আমি এই চিঠি লিখেছি।

হে বোন উম্মে ইয়ামান, আপনার রিসালা অবশ্যই প্রচারের যোগ্য। আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং দোয়া রইল। আপনার সততার কালি, নিষ্ঠার বাণী, চরণে চরণে সন্তুষ্টির ছাপ, অর্থে-মর্মে গেঁথে দেওয়া গন্তব্য রিসালাটিকে যথার্থ করে তুলেছে। আল্লাহ আপনার মাঝে বরকত দান করুন এবং বোনদের প্রতি আপনার উত্তম নসিহতের জাযায়ে খায়ের দান করুন।

গোলাপের গোপন অশ্রুবিন্দু

৩৭ বছর বয়সী এক নারী। এখন পর্যন্ত তার বিবাহ না হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন এবং চাকুরিরত অবস্থায় অনেকেই আমার জন্য বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। তারা সকলেই হয়তো সম্পদশালী কিংবা জ্ঞান-মর্যাদাসম্পন্ন ছিল, এবং তাদের অধিকাংশই পরিবার পরিচালনা ও ভরণপোষণে সক্ষম ছিল। তাদের কারো কারো প্রতি আমার মুগ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি অসুস্থ বাবা-মায়ের প্রতি লক্ষ্য করে। কারণ, আমি ছাড়া তাদের দেখাশোনা করার কেউ নেই। আমার স্নেহের বোনেরাও ছোট ছোট। আমার অনুপস্থিতিতে নিজেদের খেয়াল রাখার ক্ষমতা তাদের নেই। সবারই একজন দায়িত্বশীলের প্রয়োজন। এজন্য ঠিক যৌবনের মুহূর্তেও আমি বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি; যেন আমার আদরের বোনগুলো কিছুটা বড় হয়ে ওঠে এবং আমার বিবাহ ও বাড়ি ত্যাগের পর বাবা-মায়ের যত্ন নিতে পারে।

বোনটির আত্মত্যাগের কথা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থতা দুটি মহৎ গুণ, যা মহৎ হৃদয় এবং কলবে সালীমের অধিকারীর মাঝেই থাকে। নিশ্চয় মেয়েটি তার মায়ের সাথে সদাচারী, যত্নশীল, সদয়প্রাণ। আপন স্বার্থ ও বাসনাকে সে বিসর্জন দিয়েছে। এখন কথা হলো, মা-বোনদের সাথে থেকে কি

বোনটির পক্ষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়? তার এই নিঃস্বার্থতা ও আত্মত্যাগের পাওনা কি বাকি জীবন স্বামী-সন্তানহীন একাকিত্ব জীবন কাটানো? অবশ্যই সম্ভব ছিল মা ও স্বামীর ভালোবাসার মাঝে সমন্বয় ঘটানো। কিন্তু কখন? কীভাবে?

সম্ভব হতো, যখন প্রস্তাবকারী মেয়েটির কাছে আসবে এবং জানবে তার প্রত্যাখ্যানের কারণ হলো আপন মায়ের যত্ন নেওয়া। ফলে মেয়েটির প্রতি তার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পাবে। কারণ সে এমন মেয়ে, যার প্রতি তার মা সন্তুষ্ট ও নিবেদিতপ্রাণ। অতঃপর প্রস্তাবকারী তাকে বলবে, তোমার মা তো আমারও মা। তোমার মতোই আমি তার প্রতি যত্নশীল থাকবো। তোমার মতোই আমি তার সাথে সদাচরণ করবো। তোমার স্নেহের ছোট বোনগুলো তো আমারও বোন। আমরা বিবাহের পর তাদের কাছেই থাকবো। অথবা তারাই আমাদের কাছে চলে আসবে।

প্রস্তাবকারীদের মধ্য থেকে অন্ততপক্ষে তাদের একজনের আচরণ এমন হওয়া দরকার ছিল। এমন সদাচারী মেয়ের কাছ থেকে কোনো বুদ্ধিমান পুরুষ মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। যেই পুরুষ এমন জীবনসঙ্গিনী চায়, যে তার অনুগত হবে, তাকে ভালোবাসবে, সুন্দর আচরণ করবে এবং তার সন্তানদের যথাযথভাবে প্রতিপালন করবে। কিন্তু তেমনটা হয়নি। যদি কোনো পুরুষ তাকে আপন মা এবং ছোট বোনদের দেখাশোনার ব্যাপারে সহযোগী হতো, তাহলে অবশ্যই সঠিক সময়ে তার বিবাহ সম্ভব ছিল।

উম্মে সালামাকে[৫] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উদ্দেশ্যেই বিবাহ করেছিলেন, যেন মুসলিমরা শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং পত্নীর ছোট ছোট সন্তান ও তার মায়ের দায়িত্বের বোঝার দরুন তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে মুখ না ফিরিয়ে নেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে উম্মে সালামাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তখন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি তো বয়স্ক নারী। দেখাশোনা করার মতো একটা পরিবারও আছে। অন্য মহিলার চেয়ে আমার আবেগ বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বয়স্ক হলেও আমি তোমার থেকে বড়। তোমার আবেগ আল্লাহ দূর

[৫] তার নাম ছিল হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়া ইবনুল মুগীরা

করে দিবেন। আর তোমার পরিবারের দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে অর্পণ করে দাও।

পরিবারের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ তরুণী, সন্তানদের প্রতি মমতাময়ী ও যত্নশীল বিধবা মহিলাদের প্রতি পুরুষদের মুগ্ধতা থাকার কথা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজকাল ছেলেরা এমন তরুণীদের থেকে ১০০ হাত দূরে থাকে এবং এমন তরুণীদের খুঁজে বেড়ায়, যারা তার জন্য নিজ পরিবার-সন্তান সবকিছু ছাড়তে প্রস্তুত।

বোনদের প্রতি দুইটি পরামর্শ

১. যে সব তরুণীর নিজ পিতা-মাতা কিংবা তাদের একজনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় অথবা যেসব বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত মহিলার ছোট সন্তান রয়েছে এবং কোনোভাবেই তাদের ছেড়ে যেতে চান না, আপনারা বিবাহের প্রস্তাব সরাসরি ফিরিয়ে দিবেন না। বরং তাদের কাছে আপনার অবস্থা খুলে বলুন। পরিবার ও সন্তানের ব্যাপারে আপনার আগ্রহ তাদেরকে জানান। তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করুন যে, এমতাবস্থায় কেউ আপনাকে গ্রহণ করে নিলে এবং এই দায়িত্ব পালনে কেউ আপনার হাতটা ধরলে আপনি অনেক সুখী হবেন। আর আপনার অবস্থা গ্রহণ করে নিলে আপনিও প্রস্তুত আছেন।

২. ইতোপূর্বে যেসব বোনের নিঃস্বার্থ কোরবানির জন্য তাদের বিবাহ হয়নি, উল্লেখিত বোনটির মতো, তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো, আপনার এই ত্যাগের দরুন অনুশোচনায় ভুগবেন না। এই ত্যাগের উত্তম বিনিময় এবং বিরাট প্রতিদান আপনি পাবেন, ইনশাআল্লাহ।

আমার অভিজ্ঞতা

আল্লাহর দিকে আহবানকারী কোনো মু'মেনাহ নারী কখনোই নিজেকে আইবুড়ো ভাবতে পারে না। যদিও সে বৃদ্ধা হয়। এটাই আমার বিশ্বাস ও অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা। এই ঈমানদীপ্ত বাক্যের মাধ্যমেই বোন উম্মে হাসান (ফাতেমা মোহাম্মদ সালেহ) তার রিসালা শুরু করেছেন। যেই রিসালাতে তিনি অবিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তার সুখ, প্রশান্তির কথা আলোচনা করেছেন। কীভাবে এলো তার এই প্রশান্তি? অবিবাহিত নারীদের এমন শূন্যতা ও অপ্রাপ্তির অনুভূতিকে কীভাবে তিনি পূর্ণতা দিলেন ?

এরই উত্তরে বোন বলেছেন, কারণ তিনি দাওয়াতকে তার নেশা বানিয়ে নিয়েছেন। দাওয়াতের সব মাধ্যমের সাথেই তার বিশেষ টান তৈরি হয়েছে। তাই বোন নিয়মিত ইসলামী বই পড়েন, লেকচার শোনেন, আবার কখনও কখনও লিখেন।

বোন ফাতেমা শুধু এতোটুকুই বলে ক্ষান্ত হননি, তিনি আরও বিস্তারিত কথা বলেছেন এবং অন্যান্য বোনের জন্য বিস্তারিত নসিহাহ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন— "যদি সেই অবিবাহিত বোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী হয়, তাহলে সে তার পড়া কিংবা শোনার উপকারী বিষয়গুলোকে ডায়েরিবন্দি করতে নিয়মিত হয়ে উঠবে। এরপর সেগুলোকে দেয়ালিকা অথবা মাদরাসার যেকোনো প্রচারণায় ছড়িয়ে দিবে। এমনিভাবে সে তার আশেপাশের সৎ বোনদেরও গঠন করার চেষ্টা করবে। সততা ও আনুগত্যে তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করবে। যেমন, প্রত্যেক মাসে আইয়ামে বিজের সিয়াম পালন, জিকির-আজকার, সহপাঠীদের সাথে মুচকি হাসি বিনিময়, পরিচিত-অপরিচিত সকল মহিলাকে সালাম দেওয়া"।

আর যদি সেই বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত হয়, তাহলে সে অবশ্যই তার পড়াশোনায় যথেষ্ট সময় দেয়ার ব্যাপারে মনোযোগী হবে এবং এতে পরিপূর্ণ গুরুত্ব

প্রদান করবে। যেন তার পুরো সময়টাই পড়াশোনায় কাটে। এর মাধ্যমে তার অনেক উন্নতি ঘটবে, বি ইজনিল্লাহ।

আর যদি সেই বোন পেশাদারি হয়, আর অধিকাংশ পেশাজীবি নারী শিক্ষিকা হয়ে থাকেন, তিনি তার পরিপূর্ণ মনোযোগ ছাত্রীদের জন্য ব্যয় করতে পারেন। তাদেরকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শেখাবে এবং নসিহাহ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে গড়ে তুলবে।

আর যদি ছাত্রী-শিক্ষিকা কোনোটাই না হয়, তাহলে সে কী করবে? কীভাবে সে তার অবসর সময় কাটাবে? কোন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে? তার মনোযোগ এবং গুরুত্ব কোথায় ব্যয় করবেন?

আমি সর্বপ্রথম এই শ্রেণির বোনদের (যারা কোনো কারণে অবিবাহিত) নিয়ে কাজ শুরু করি, যারা এই দীর্ঘ অবসর সময়ের ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করত এবং এটাকে কাটিয়ে তুলতে পথ-ঘাট খুঁজতো। আমরা পরস্পর আল্লাহর জন্য বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। একটি হিফজুল কোরআন প্রতিষ্ঠানে আমাদের পরস্পর পরিচিতি সম্পন্ন হলো। আমি সর্বপ্রথম তাদেরকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে আবদার রাখলাম। এরপর আমি তাদের সাথে ভালোভাবে পরিচিত হলাম। দেখতে পেলাম, তাদের একেকজন ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু সেই প্রতিভাগুলো মুফতে নষ্ট হচ্ছে। কেউ খুব ভালো রাঁধুনি। তাকে আমি সুস্বাদু রান্নার টিপস লিপিবদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করলাম। তারপর সেটাকে ছাপানো হলো এবং আগ্রহীদের কাছে বিক্রি করা হলো। বর্তমানে মুসলমানদের আয়েরও প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয়জন কিছু লেকচার শুনে সেগুলোকে একটি খাতায় টুকে রাখলো। এরপর সেগুলোকে দ্বীনি হালকার বিষয় হিসেবে উপযুক্ত করে তুললো। এমনিভাবে তৃতীয়, চতুর্থজন পবিত্র কোরআনের সূরা এবং হাদীসে নববী মুখস্থ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। পঞ্চম জন বিভিন্ন হাদিস সংকলন করতে শুরু করলো, যা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংঘের জন্য কাজে আসবে। সাথে সাথে শিক্ষণীয় প্রতিযোগিতাগুলোর প্রশ্ন-উত্তরসমূহ সুবিন্যস্ত ভাবে সাজাতে লাগলো। এসব কল্যাণময় কাজের জন্য বোনদের শ্রম ও দোয়া জারি ছিল। যেসব দেয়ালিকা, সাময়িকী, প্রতিযোগিতা, আলোচনাসভাসহ বিভিন্ন আয়োজন শুরু হয়েছিল,

বোনরা সেগুলো নিয়মিতই করতে লাগলো, যেন আগত প্রতিবছরই তারা উক্ত প্রতিষ্ঠানে তাদের আয়োজনগুলো পেশ করতে পারে। বোনেরা নিয়মিত পরস্পর সাক্ষাৎ, ছোট হালকা ও কোরআন-হাদিস হিফজ করণ চালিয়ে যেতে লাগলো এবং নিজেদেরকে ইসলামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও উন্নত করে তুলতে লাগলো।

আমাদের এসব কার্যক্রম অন্যান্য এলাকার বোনদেরও উৎসাহিত করে। যেসব এলাকায় এমন কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না, সেসব এলাকার বোনেরা দায়িত্বের সাথে হিফজুল কোরআনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান করতে চাইল। যেন তাদের পরিকল্পনাগুলোও বাস্তবতার মুখ দেখে। বরং এক্ষেত্রে তারা অনেকটা অগ্রগামী ছিল। আর যারা পরিবারের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারতো না, তারা মোবাইল, চিঠির মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত। তারা পরস্পরে আল্লাহর স্মরণ নিয়ে আলোচনা করত, তার সৃষ্টি, নেয়ামত, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ও তার তুচ্ছ সামগ্রী ইত্যাদি নিয়ে ভাবনা বিনিময় করত। এমনকি আমরা এমন অনুভব করতাম, যেমনটা এক আইবুড়ো বোন আপনাদের উদ্দেশ্যে তার রিসালায় বলেছিল, খোদার শপথ! আমাদের সুখের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কারো অনুমান নেই৷ যদি দুনিয়াবাসী তা জানতো, তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করত, (তা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য)।

কেউ কেউ মনে করে এটা আইবুড়োত্বের ফলাফল। এমনটা ভাবার কোনো সুযোগ নেই। বরং তা আল্লাহর সাথে হৃদ্যতার প্রাপ্তি এবং প্রতিটা কথা ও কাজ তার সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদন করার ফসল। বাস্তবেই আমরা অনুভব করি, যদি আল্লাহ তা'য়া লা সুস্থতা ও নিরাপত্তার সাথে আমাদের জীবনকাল বাড়িয়ে দেন এবং কল্যাণ ও নেয়ামতের এই ধারা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে নিশ্চিত আমরা দুনিয়ার জান্নাতে আছি।

আমি এখানে বোন ইয়ামান আস-সিবাই এর লিখিত গ্রন্থ "আর-রাকিছুনা আলা জারাহিনা" থেকে চুম্বকাংশ উল্লেখ করতে চাচ্ছি। তিনি লিখেন, "বর্তমান তরুণীরা বিষণ্নময় এক জীবন পার করছে। তারা এক বিরক্তিকর, একঘেয়ে জীবনে নিমজ্জিত, যেই জীবনে আল্লাহর প্রতি আহবান, সৎ কাজ, তার রাস্তায় অনবরত জিহাদ, দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের কিছুই নেই। সে একাকিত্ব এবং বিস্মৃত অবস্থা নিয়ে

আশঙ্কিত। যেই জীবন তাকে কালের দুর্যোগে নিক্ষেপ করেছে, সেই জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে সে চেষ্টায় লিপ্ত। ফলে সে পুনরায় পদচ্যুত হয় এবং সত্য থেকে দূরে সরে আসে। খাঁটি মুসলিমা হোক কিংবা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী— সকলের একই অবস্থা। খাঁটি মুসলিমার ক্ষেত্রে পদচ্যুতি হলো, প্রথমত আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে চলে যাওয়া, দ্বিতীয়ত জাহিলি জীবনে মগ্ন হওয়া। কিন্তু এমতাবস্থায়ও আমি এটা মেনে নিতে পারি না যে, বিবাহ তার চিন্তার একমাত্র বিষয় হবে। তাও এমন সমাজে, যেখানে দয়া-অনুগ্রহের কোনো বালাই নেই, যেখানে মানুষের সমস্যাগুলোতে কোনো নজর দেওয়া হয় না। যদিও প্রকৃতপক্ষে বিবাহ একজন তরুণীর প্রধান চিন্তার বিষয়। কারণ সে বিবাহের মধ্য দিয়ে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো পালন করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

তোমরা ঘরে অবস্থান করো।[৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا،

অর্থাৎ স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৭]

তবে প্রত্যেকের জানা থাকা দরকার, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদত করা। তার উবূদিয়্যাত বাস্তবায়ন করা, বিশেষ অর্থে এবং ব্যাপক অর্থে। যখন একটি আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠনের সৌভাগ্য হবে, তখন সে স্বামীর সেবা ও সন্তান প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে উবূদিয়্যাত বাস্তবায়ন করবে। আর এভাবেই কাঙ্ক্ষিত প্রজন্ম তৈরি হবে।

আর যদি তার সেই সৌভাগ্য না হয়, তাহলে তো তার জন্য সাধারণ ইবাদতের বিভিন্ন পথ খোলা রয়েছে, যার প্রধানই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত। সুতরাং সে

---

[৬] সূরা আহযাব – ৩৩

[৭] সহিহ বুখারি – হাদিস নং: ২৭৫১

আল্লাহর থেকে বিমুখ করে দেয়, এমন সমস্ত কিছু থেকে দূরে থাকবে। মেয়েদেরকে দাওয়াতের কাজের জন্য প্রস্তুত করবে এবং তাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের পথ দেখাবে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

যে ব্যক্তি কাউকে সঠিক পথে আহ্বান করবে, সে অনুসারী সকল ব্যক্তির সমপরিমাণ পুণ্য লাভ করবে। এতে তাদের পুণ্যে সামান্য কমতি করা হবে না।[৮]

যেন সে ইসলামী সমাজে একটি বিশাল পরিবার গঠন করতে পারে, যেখানে ছড়াতে থাকবে হেদায়াতের সূর্য, সত্যের আলো, জ্ঞান প্রজ্ঞার বাতি। যেন আমরা পরস্পর সত্য ও সবরের নসিহত করতে পারি। "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।"[৯]

সবশেষে বোন ফাতেমা আইবুড়ো সুখী মহিলাদের একটি তালিকা প্রদান করে তার রিসালার ইতি টানেন।

---

[৮] সহিহ আত-তারগিব ওয়াত তারহিব – হাদিস নং: ১১৮

[৯] সূরা তাওবা - ১২০
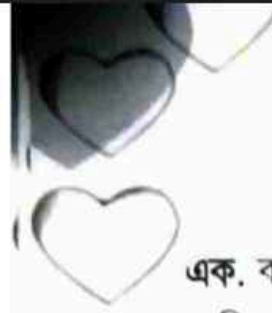
বড় মেয়েকেই কেন প্রথমে বিয়ে দিতে হবে?

১/০৬/১৯৯৬ সালে ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যম একটি খবর প্রকাশ করে, যা আমাকে হতবাক করে দেয়। তিন ভারতীয় তরুণী, যারা পরস্পর আপন বোন, বিবাহবিহীন একাকিত্ব জীবনধারণের চিন্তা থেকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। মুম্বাইয়ের এক পুলিশ জানান, তিন বোন ধরে নিয়েছিল যে, তাদের ভাগ্যে বিবাহ নেই। তারা ভেবে নিয়েছিল, আত্মহত্যা ছাড়া তাদের জন্য আর কোনো রাস্তা নেই। ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী রাজধানী হলো দিল্লি। তার পাশের অঞ্চলে যথাক্রমে ৩০, ২৫, ২০ বছর বয়সি তিন তরুণী আত্মহত্যা করেছে।

পুলিশের আরেকজন কর্মকর্তা বলেন, আত্মহত্যাকারী তিন তরুণীর পিতা সংবাদমাধ্যমকে জানান, তিনি তার বড় মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এজন্য তিনি বড় মেয়ের বিবাহের আগ পর্যন্ত ছোট দুই মেয়ের জন্য আসা বিবাহের প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ওই পুলিশ সদস্য আরো উল্লেখ করেন, ভারতে অধিকাংশ বিবাহের চিত্র হলো, ছেলের পরিবার পুত্রবধূ হিসেবে তাদের পরিচিত আত্মীয়দের মধ্য থেকেই কোনো মেয়েকে গ্রহণ করে। অল্প বয়সেই সাধারণত মেয়েদের বিবাহ হয়ে যায়। ২৫ বছর পার হলে বিবাহ দেয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়।

কথাগুলো এভাবেই এসেছে সংবাদমাধ্যমগুলোতে। কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। আমি এই সংবাদের তিনটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করেছি। আশাকরি আমার সাথে আপনারাও বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করবেন। যেন এর থেকে উপকৃত হওয়া যায়।

এক. বড় মেয়ের বিবাহের জন্য ছোট মেয়ের বিয়ে আটকে রাখার মতো ভুল থেকে বেরিয়ে আসা। পরিতাপের বিষয় হলো, এই প্রথা শুধু হিন্দুস্থানেই নয়, বরং অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। পিতা-মাতা চরম ভুল করে, যখন তারা ছোট মেয়েদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় আর বলে বড় মেয়ের বিবাহের আগে কোনো মেয়ের বিয়ে দিতে আমরা রাজি না।

সুবহানাল্লাহ! কোনো কারণে বড় মেয়ের বিবাহ হলোই না। এজন্য ছোট মেয়েরাও বুড়ো হওয়া পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকবে? কীভাবে এ সিদ্ধান্তের অনুসরণ করতে পারে?

হে বোন! হয়তো আপনি এই সিদ্ধান্তটি পড়ার পর জিজ্ঞাসা করতে পারেন, সিদ্ধান্তটি পিতা-মাতার জন্য, আমাদের মতো মেয়েদের জন্য না। আমি বলবো, বড় বোন হলে এখানে আপনারও দায়িত্ব রয়েছে। কারণ এমতাবস্থায় আপনি বাবা-মাকে চিৎকার করে বলতে পারেন, আপনারা আমার জন্য আমার বোনদের উপর অবিচার করবেন না। তাদের জন্য আসা বিবাহের প্রস্তাবগুলো কেন আপনারা প্রত্যাখ্যান করছেন? আমি জানি আমার কল্যাণ কামনা থেকেই আপনারা এমনটা করছেন। কিন্তু আমি চাই না আমার জন্য তারা কষ্ট ভোগ করুক। আমি চাই না, তারা আমাকে ঘৃণা করুক এটা ভেবে যে, আমি তাদের বিবাহের পথে একমাত্র বাধা। এভাবে নিশ্চিত আপনি বাবা-মায়ের সম্মান, বোনদের ভালোবাসা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবেন। কারণ এর মাধ্যমে তো আপনি তাদেরকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, এক মহান তৃপ্তির জায়গা করে নিচ্ছেন অন্তরে। এটি হলো প্রথম পদক্ষেপ। বাকি দুইটি পদক্ষেপ পরবর্তী সংখ্যায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

আপনি কি আত্মহত্যার কথা ভাবছেন?

এখন আমরা দ্বিতীয় বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করবো। এটি একটি সতর্কবার্তাও বটে। একজন মু'মিনা মুসলিমা বোন ভালো করে জানে, ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা হারাম এবং মহাপাপ। আত্মহত্যাকারীর ঠিকানা

জাহান্নাম। (আমরা সকলেই আল্লাহর কাছে এর থেকে পানাহ চাই)।[১০]

---

[১০] আত্মহত্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা কাজ করে। আমরা অনেকেই মনে করি আত্মহত্যাকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামি। অথচ এরূপ ধারণা সঠিক নয়। ইসলামে শরীয়তে আত্মহত্যা নিঃসন্দেহে মারাত্মক অপরাধ ও হারাম। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন—

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

(হে মুমিনগণ!) তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।' (সুরা নিসা : আয়াত ২৯)
আত্মহত্যার শাস্তি সম্পর্কে হাদিস শরীফে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়ত বর্ণিত হয়েছে। এক হাদিসে আল্লার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

যে ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। চিরদিন জাহান্নামের মধ্যে (দুনিয়ার মতো) অনুরূপভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে এবং সে জাহান্নামে চিরকাল বিষ পান করতে থাকবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের মধ্যে সে ব্যক্তির হাতে লোহা থাকবে আর সে চিরকাল সে লোহা দ্বারা নিজেকে আঘাত করতে থাকবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৫৪৪২) উল্লেখিত হাদিসের

একজন মুসলিমা শয়তানকে কখনোই প্রশ্রয় দিতে পারে না। তার মাথায় যখনই আত্মহত্যার চিন্তা আসবে, তৎক্ষণাৎ আল্লাহকে স্মরণ করবে। তার কাছে আশ্রয় কামনা করবে। তার দয়া ও রহমতের কথা স্মরণ করবে। দুনিয়াই সব নয়,

---

আলোকে অনেকে বলে থাকেন, যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে,পরকালে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে। অথচ এই হাদিসের ব্যখ্যায় মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন,

১. ইমাম বদরুদ্দিন আইনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

.المُرَاد الْمُكْث الطَّوِيل لِأَن الْمُؤمن لَا يبْقى فِي النَّار خَالِدا مُؤَبَّدًا

অর্থাৎ হাদিসে চিরকাল বলে যে শব্দ (خالدا مخلدا) ব্যবহার করা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল দীর্ঘকাল বা লম্বা সময়। কেননা কোনো ঈমানদার ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে না। (উমদাতুল কারি, ২১/ ২৯২)

২.ইমাম ইবনু খুজাইমা রহি. বলেন, কোরআন-হাদিসে মুমিনদের ব্যাপারে যত প্রকার শাস্তির বিবরণ এসেছে সবগুলো শর্ত সাপেক্ষে। আর তা এই যে, বর্ণিত শাস্তি আল্লাহ চাইলে মাফ হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

'নিশ্চয় আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক বা অংশীদার স্থাপন করেছে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন। (সুরা নিসা : আয়াত ১১৬) সুতরাং আলোচ্য হাদিসে বর্ণিত শাস্তিও আল্লাহ চাইলে কমিয়ে দিতে কিংবা মাফ করে দিতে পারেন। অন্যথায় আত্মহত্যাকারীর অপরাধটা এমনই যে, সে চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত। (কিতাবুত তাওহিদ ২/৮৬৯)

৩. হাদিসে যে বলা হয়েছে আত্মহত্যাকারী চিরদিন জাহান্নামে থাকবে, তা ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যে হালাল মনে করে আত্মহত্যা করেছে। কেননা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের নিকট যে কবিরা গোনাহকে বৈধ মনে করে সে কাফের হয়ে যাবে। আর কাফের তো চিরদিন জাহান্নামে থাকবে এতে কোন সন্দেহ নাই। (আদ্দুররুল মুখতার ২/১২৫)

তাছাড়া হাদিস শরিফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণ ঈমান থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। আবার যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণ নেকি থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৪৪, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১২৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদিস থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোনো ঈমানদার আত্মহত্যা করে তবে তাদের দীর্ঘ সময় জাহান্নামের শাস্তি ভোগের পর আল্লাহর রহমতে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাত দান করা হবে।

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া অতি নগণ্য। দুনিয়ার তুলনা হলো, সাগরে আঙ্গুল ডুবানোর মতো। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি কি লক্ষ্য করেছো আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া কত নগণ্য? দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতের দৃষ্টান্ত হলো, একটি সাগর থেকে হাত বের করে সকল সাগরেই ডুবে যাওয়া।

এটা কি এক মিলিয়নের তুলনা, নাকি এক বিলিয়নের তুলনা? নাকি বিলিয়ন বিলিয়ন ... এর তুলনা?

বরং তা আরও অধিক। সুতরাং তুমি কি নিজেকে জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ থেকে বঞ্চিত করবে, তুচ্ছ দুনিয়ায় বিবাহের কারণে, যা আল্লাহর কাছে একটি মাছির ডানার সমতুল্যও না? যখন পুরো দুনিয়াই তার কাছে মাছির ডানার সমতুল্য নয়, তখন তোমার বিবাহের কি অবস্থা দাঁড়ায়?

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা বিবাহের কারণে কোনো মুসলিমকে আত্মহত্যা করতে দেখিনি। তবে আমরা বিবাহ হয়নি, এমন অনেক মেয়ের কথা শুনেছি, যারা পরিতাপ করছে যে, “মৃত্যুই আমার জন্য উত্তম। আল্লাহর লানত এমন জীবনে, যে জীবনে নেই স্বামী, নেই সন্তান”। আরো কত আফসোসের কথাবার্তা। দুনিয়ার জীবনে বিবাহই সবকিছু নয়। এই জীবনে সৎ কাজের আরো অনেক ময়দান পড়ে আছে। আপনি আপনার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দিনকে সৎ কাজে ভরপুর করে নিন। যা আপনাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন পুণ্যের মালিক বানিয়ে দেবে। বিশ্বাস করুন, হাজার হাজার বোন নির্দয় স্বামীর দ্বারা আক্রান্ত। তারা আইবুড়ো মহিলার চেয়ে বেশি মৃত্যু কামনা করে। কেউ কেউ তো আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তাদের বিবাহ একটি পুণ্যময় জীবন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি জান্নাত ও তার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে চিরস্থায়ী জাহান্নামের যন্ত্রণার ইন্ধন যোগাচ্ছে। এর থেকে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে?

আপনার চিন্তাকে বিশুদ্ধ করুন এবং একটি পুণ্যময় জীবন গড়ার শপথ নিন। আপনার সৎকর্মের খাতা ভরপুর করুন।

আইবুড়ো নারীর আহাজারি

ফজিলাতুশ শায়খ মাজেন বিন আবদুল করিম আল-ফারিহ সম্পাদিত 'আদ-দাওয়াহ' ম্যাগাজিনে "দুঃখের পরে সুখ" শিরোনামে এক মহিলার প্রশ্নপত্র প্রকাশ করা হয়েছে, বিবাহ ছাড়া যার জীবনের ৩০ টি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। যদিও এই সময়ে তার জন্য অনেক প্রস্তাব এসেছে। এত বছর পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার দায় তিনি তার পিতার উপরে চাপিয়ে দেন। আমি সেই মহিলার রিসালা দেখেছি। শায়খ মাজেন সেই রিসালার প্রতিউত্তরও দিয়েছেন। যেন অন্যান্য পিতা নিজ অনুশোচনা এবং কন্যার কষ্টের আগেই নিজেদের এবং কন্যাদের সংশোধন করে নিতে পারে।

সেই বোনের প্রশ্ন:

আমি প্রায় ৩০ বছর বয়সি এক তরুণী। সমস্যা হলো, এখন পর্যন্ত আমার বিবাহ হয়নি। এর একমাত্র কারণ, আমার পিতা। (আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করুন)। তিনি আমার লেখাপড়া চলাকালীন সময়ে কোনো পাত্রের প্রস্তাবই গুরুত্ব দিতেন না। পড়াশোনা শেষ করার দোহাই দিয়ে তিনি কোনোরকম জানা জিজ্ঞাসা ছাড়াই তাদেরকে ফিরিয়ে দিতেন। এ ব্যাপারে আমাকেও জানাতেন না। ফলে আমি ভাবতাম, আমার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে তখনও পর্যন্ত কেউ আসেনি। কিন্তু পরবর্তীতে পরিবারের বাইরের লোকদের থেকে প্রস্তাবকারীদের নিয়মিত আগমন সম্পর্কে জানতে পারি, যাদেরকে আমার পিতা একের পর এক ফিরিয়ে দিত।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়ার পরও কিছু প্রস্তাব আসে। তাদের কয়েকজনকে আমার পিতা কেন ফিরিয়ে দিলেন, সেটা আমি জানি না। তবে আমি এতোটুকু জানি যে, তাদের কারো কারো দ্বীন ও চরিত্র সন্তুষজনক। স্বভাবত আমার পিতার কাছে লক্ষণীয় বিষয় হলো, পাত্রের পরিবারের সামাজিক অবস্থান। পাত্রের অবস্থা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।

মোটকথা কোনো পাত্রের সাথেই আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়নি কয়েকটি কারণে। প্রথমত, তাদের কয়েকজনকে শরয়ী সমস্যার দরুন আমিই প্রত্যাখ্যান করেছি। আর বাকিদেরকে আমার পিতা ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেন সেটা আমি জানি না। কয়েক বছর পর তার ভুল ভাঙ্গে। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর এমন আচরণ ও সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। তাই তিনি নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেন। কিন্তু সেই সরে আসা আমার কাজে আসেনি। আমার পাঁচ বছরের ছোট বোনের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার বিবাহ হয়ে যায়। কিন্তু আমার ভাগ্যে পরিবর্তন আসেনি। আল্লাহর সিদ্ধান্তে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি তাকদিরের ভালো-মন্দে বিশ্বাসী। এটাই আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। আমি আমার বোনের জন্য কল্যাণ কামনা করি। আমি চাই, আমার কষ্ট সে ভোগ না করুক। আশা করবো, আপনারা আমাকে জানিয়ে বাধিত করবেন যে, তখন আমার উত্তর কী হবে, যখন কেউ আমাকে প্রশ্ন করে বলবে, কেন তোমার বিবাহ হয়নি? অথচ আমার বোন বিবাহিত?

শায়খের উত্তর:

অধীনস্থ মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা ও দায়িত্বশীলদের একগুঁয়েমির পিছনে বিভিন্ন প্ররোচনা ও খাহেশাতের প্রভাব রয়েছে। কোনো লোভী পিতা পাত্র সম্পদশালী ও ধনী না হওয়ার কারণে একের পর এক প্রস্তাব নাকচ করে দিচ্ছেন। কোনো পিতা মেয়ের মাসিক ভাতা হারানোর ভয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। আবার কোনো কোনো পিতা মোটা অংকের মোহর দাবি করে এবং এমন সব শর্ত জুড়ে দেয়, যা বাস্তবায়ন করা খুব কম পাত্রের পক্ষেই সম্ভব। আবার অনেকে নিজ বংশ ও আত্মীয়দের মাঝ থেকে পাত্র গ্রহণ করে থাকে, যদিও সেই ছেলে চরিত্রহীন ও দ্বীনহীন হয়। আর এভাবেই তারা নিজ কন্যাদের জন্য কাল ডেকে আনে। তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

এটা কত নিকৃষ্ট জুলুম! যেই পিতার উপর তারা আস্থা রাখে, নিজেদের সিদ্ধান্তের ভার তার কাছে অর্পণ করে, সেই পিতাই আস্থা বিনষ্ট করে লোভের পিছনে পড়ে তাদের জীবনকে ভেঙে দেয়! কত বড় অবিচার! এর ফলে কিছু বোন বিবাহহীন

মোটকথা কোনো পাত্রের সাথেই আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়নি কয়েকটি কারণে। প্রথমত, তাদের কয়েকজনকে শরয়ী সমস্যার দরুন আমিই প্রত্যাখ্যান করেছি। আর বাকিদেরকে আমার পিতা ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেন সেটা আমি জানি না। কয়েক বছর পর তার ভুল ভাঙ্গে। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর এমন আচরণ ও সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। তাই তিনি নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেন। কিন্তু সেই সরে আসা আমার কাজে আসেনি। আমার পাঁচ বছরের ছোট বোনের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার বিবাহ হয়ে যায়। কিন্তু আমার ভাগ্যে পরিবর্তন আসেনি। আল্লাহর সিদ্ধান্তে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি তাকদিরের ভালো-মন্দে বিশ্বাসী। এটাই আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। আমি আমার বোনের জন্য কল্যাণ কামনা করি। আমি চাই, আমার কষ্ট সে ভোগ না করুক। আশা করবো, আপনারা আমাকে জানিয়ে বাধিত করবেন যে, তখন আমার উত্তর কী হবে, যখন কেউ আমাকে প্রশ্ন করে বলবে, কেন তোমার বিবাহ হয়নি? অথচ আমার বোন বিবাহিত?

শায়খের উত্তর:

অধীনস্থ মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা ও দায়িত্বশীলদের একগুঁয়েমির পিছনে বিভিন্ন প্ররোচনা ও খাহেশাতের প্রভাব রয়েছে। কোনো লোভী পিতা পাত্র সম্পদশালী ও ধনী না হওয়ার কারণে একের পর এক প্রস্তাব নাকচ করে দিচ্ছেন। কোনো পিতা মেয়ের মাসিক ভাতা হারানোর ভয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। আবার কোনো কোনো পিতা মোটা অংকের মোহর দাবি করে এবং এমন সব শর্ত জুড়ে দেয়, যা বাস্তবায়ন করা খুব কম পাত্রের পক্ষেই সম্ভব। আবার অনেকে নিজ বংশ ও আত্মীয়দের মাঝ থেকে পাত্র গ্রহণ করে থাকে, যদিও সেই ছেলে চরিত্রহীন ও দ্বীনহীন হয়। আর এভাবেই তারা নিজ কন্যাদের জন্য কাল ডেকে আনে। তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

এটা কত নিকৃষ্ট জুলুম! যেই পিতার উপর তারা আস্থা রাখে, নিজেদের সিদ্ধান্তের ভার তার কাছে অর্পণ করে, সেই পিতাই আস্থা বিনষ্ট করে লোভের পিছনে পড়ে তাদের জীবনকে ভেঙে দেয়! কত বড় অবিচার! এর ফলে কিছু বোন বিবাহহীন

জীবনকে অসহ্য মনে করে। ঈমানী দুর্বলতা আর কু-প্রবৃত্তির শিকার হয়ে হারামে জড়িয়ে পড়ে। স্রষ্টার অবাধ্যতায় নিমজ্জিত হয়।

কিছু পিতার উদাসীনতার কারণে কত আশা নিঃশেষ হয়ে যায়, কত সম্ভ্রান্ত পরিবার ভেঙ্গে যায় তাদের এই একগুঁয়েমির কারণে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন। এজন্যই তিনি জ্ঞানীদেরকে নিজ সন্তানদের বিবাহের ক্ষেত্রে একগুঁয়েমির ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

যদি তোমাদের কাছে এমন কারো প্রস্তাব আসে, যার দ্বীন ও চরিত্র সন্তোষজনক, তাহলে তোমরা তার সাথে বিবাহের সম্পর্ক করে নাও। অন্যথা করলে সমাজে বিশাল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। [১১]

"যদি তোমাদের কাছে এমন কারো প্রস্তাব আসে, যার দ্বীন ও চরিত্র সন্তোষজনক, তাহলে তোমরা তার সাথে বিবাহের সম্পর্কে করে নাও"— রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটিকে তিনবার বলেছেন।

হে বোন! তোমাকে এবং তোমার মতো অন্যান্য বোনকে সান্ত্বনা প্রদানের ভাষা আমার নেই। তবে আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে এতটুকু বলবো যে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দেন।[১২]

অতঃপর তোমাদের কর্তব্য হলো, যখন তোমরা জানতে পারবে যে, শরয়ী কারণ ছাড়াই পিতা, ভাই অথবা দায়িত্বশীল ব্যক্তি তোমাদের বিবাহের সম্পর্কে সমস্যা করছে, তখন তাদেরকে উপেক্ষা করে মা কিংবা নিকট আত্মীয়দের দ্বারস্থ হবে। আর যদি আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটাও করবে। হতে

---

[১১] জামে তিরমিযী – ১০৮৪

[১২] সূরা তালাক – ২

পারে তাদের খাহেশাত ও স্বার্থবাদী দুর্বল নফস সংশোধিত হবে। আর অবিবাহিত থাকার ব্যাপারে মানুষের প্রশ্নের প্রতিউত্তরে তোমার কর্তব্য হচ্ছে, প্রথমে নিজে ভালোভাবে বুঝে নেওয়া। অতঃপর তাদেরকেও বোঝানো যে, বিবাহ মহান আল্লাহ তা'য়ালার একটি রিজিক। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা, তাকে দান করে থাকেন। তাদের প্রশ্নের মুখে এটাই তোমার জবাব হবে। আল্লাহর প্রশংসা করতঃ এটাই মেনে নিতে হবে যে, তা আল্লাহরই ইচ্ছা এবং তার নির্ধারিত তাকদির। যেমনিভাবে মহান আল্লাহ তায়ালা কাউকে ধনী বানান আবার কাউকে ফকির বানান। কাউকে সন্তানদানের ক্ষমতা দেন আর কাউকে সন্তান প্রসবের ক্ষমতা দেন না। ঠিক তেমনিভাবে এটাও তার হেকমত যে, তিনি কাউকে বিবাহিত জীবন দান করবেন। আবার কাউকে দাম্পত্যজীবন থেকে বঞ্চিত রাখবেন। যেন তিনি দেখতে পারেন, তারা কি আমল করে! অতঃপর তার সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থেকে তার নেয়ামত এবং অনুগ্রহের শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

পিতার জন্য বদদোয়া: একটি সতর্কবার্তা

আমি এমন একজন তরুণীর কথা উল্লেখ করতে যাচ্ছি, যিনি তার বিবাহহীন জীবনের জন্য পিতাকে দায়ী করেন। সেই বোন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তিনি ফিসফিস করে তাঁর পিতাকে কাছে আসতে বলেন। যখনই পিতা তার কাছে যায়, তখন সে বলে ওঠে, বলুন আমিন। পিতা আমিন বলেন। অতঃপর সেই বোন বদদোয়া করে বলেন, "হে আল্লাহ! যেভাবে আমার পিতা অন্যায়ভাবে আমাকে বিবাহ থেকে বঞ্চিত রেখেছে, আপনিও তাকে সুখ থেকে বঞ্চিত রাখুন"। যদিও পিতার ব্যাপারে কন্যার এই আচরণ ও অবস্থান সঠিক না। তবে বিষয়টি আমাদের সামনে আমাদের কর্মের ভয়াবহতা স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

উৎকণ্ঠার জীবন

আপনি হয়তো বিবাহ থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছেন। অন্য ভাষায়, আপনি হয়তো ভাবছেন, বিবাহ, সন্তান ও তাদের নিয়ে সুখী জীবনের কোনো সম্ভাবনা আপনার নেই। হয়তো আপনার জীবনে ২০ টি বছর চলে গেছে অথবা ৩০ বছর। আরও বেশি হলে চল্লিশ। ফলে আপনি বিবাহের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি আপনাকে বলতে চাই, হতাশ হওয়ার কিছু নেই। অসংখ্য বোন আছেন, যাদের ২০ বছরের পর বিবাহ হয়েছে। এমনও বোন আছে, ৩০ বছর পার করে যাদের বিবাহ হয়েছে। আবার এমন বোনরাও আছেন, ৪০ বছরের পরও তাদের বিবাহ হয়েছে। অনেকে তো ৫০ বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। আপনিও তো তাদের একজন হতে পারেন। সুতরাং নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। তারপরও কেন আপনি হতাশায় ভুগছেন? আপনি বিশ্বাস রাখুন, সিদ্ধান্তদাতা একজন আছেন। তবে কেন এত অভিযোগ? কেন নিজেকে আল্লাহর কাছে সপে দিয়ে বিপদ-আপদ, দুঃখবেদনা থেকে চিরশান্তি গ্রহণ করছেন না?

আপনি কি এটা ভেবে নিজেকে প্রশান্ত করতে পারেন না যে, আল্লাহ তা'য়ালা আপনার অবস্থা দেখছেন এবং তিনি আপনার ধৈর্যের প্রতিদান দিবেন? হযরত আবু ইয়াহিয়া শুয়াইব বিন সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আশ্চর্য মু'মিনের ব্যাপার-স্যাপার! তার সবকিছুতেই কল্যাণ বিদ্যমান। মুমিন ব্যতীত অন্য কেউ এই বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। যদি কোনো ভালো বিষয় সে লাভ করে, তাহলে শুকরিয়া আদায় করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। এমনিভাবে কোনো ক্ষতিকর বিষয় তাকে স্পর্শ করলে সে ধৈর্য ধারণ করে, আর এটাও তার জন্য কল্যাণকর।[১৩]

সুতরাং আপনি ধৈর্য আর ভাগ্যের লিখনীকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়ার মাধ্যমে কল্যাণ ও প্রতিদান লাভ করতে পারেন, যেই প্রতিদান ও কল্যাণ কোনো বিবাহিত মহিলা লাভ করতে পারে না। (উদাহরণস্বরূপ সে নারীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যে স্বামীর অবাধ্য হয়)।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে, তাকে স্বয়ং আল্লাহ সান্ত্বনা দিবেন। সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোনো নেয়ামত কাউকে দেয়া হয় নি।[১৪]

হে মু'মিনা বোন! আপনি আল্লাহর রাসূলের এই বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করুন, যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে, তাকে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা সান্ত্বনা দেন। অর্থাৎ যখন আপনি সবরের উপর আমল করবেন, ধৈর্য ধারণার্থে নিজের সাথে লড়াই করবেন, তখন নিশ্চয় আল্লাহ আপনার জন্য ধৈর্যধারণ করা সহজ করে দিবেন। এভাবে আপনি আল্লাহর অনুগ্রহে ধৈর্যধারণে সক্ষম হয়ে যাবেন।

---

[১৩] মুসলিম – হাদিস নং: ২৯৯৯, ৭৩৯০ মুসনাদু আহমাদ – হাদিস নং: ১৮৪৫৫, ১৮৪৬০, রিয়াদুস সালেহিন – হাদিস নং: ২৮

[১৪] সহিহ বুখারি –হাদিস নং: ১৪৬৯, সহিহ মুসলিম – হাদিস নং: ১০৫৩, তিরমিজি – হাদিস নং: ২০২৪

আপনি চিন্তা করুন, ধৈর্যের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসাবাণী নিয়ে— "ধৈর্য থেকে উত্তম ও মহান কোনো প্রতিদান নেই"। সুতরাং ধৈর্য হলো আপনার অর্জিত এক কল্যাণকর বিষয়। আপনার হৃদয়ের প্রশস্ততা, জীবনের মহানুভবতা, যেটা কোনো বিবাহিত ও অধৈর্যশীল মহিলা লাভ করতে পারে না। হে প্রিয় বোন! এভাবেই আপনি নিজের সেই হতাশা কাটিয়ে তুলুন, যা অধিকাংশ আইবুড়ো মহিলা লালন করে। এভাবেই আপনি আল্লাহর অনুগ্রহে বিবাহহীনতাকে মেনে নিয়ে সফলতা লাভ করুন।

আপনার অসন্তুষ্টি আর বিরক্তি কোনো কাজে আসবে না। তা আপনার জন্য পাত্রও এনে দিতে পারবে না। কিন্তু সন্তুষ্টচিত্তের মাধ্যমে আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবেন। একটি প্রশান্তির জীবন যাপন করতে পারবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিপদ যত বড়, তার প্রতিদান তত মহৎ। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা যখনই কোনো সম্প্রদায়কে পছন্দ করেন, তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। যে সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নেয়, তার জন্য রয়েছে মহান রবের সন্তুষ্টি। আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার প্রতি আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন।[১৫]

সুতরাং সন্তুষ্টি দিয়ে আপনার হৃদয়কে ভরপুর করেন। উভয় জগতে তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। আপনাকে সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং বিরাট প্রতিদান দান করবেন। সর্বদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই বাণী স্মরণ রাখুন— "যে সন্তুষ্ট থাকবে, আল্লাহও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন"।

---

[১৫] তিরমিজি – হাদিস নং: ২৩৯৮। সনদের মান: হাসান। সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহিহা – হাদিস নং: ১২২০

প্রস্তাবকারীরা যেন ফিরে না যায়

অধিকাংশ তরুণীই একটি ভুল করে থাকে। যেই ভুলের কারণে পাত্রপক্ষ এসে ফিরে যায়। সেটা হলো, পাত্রের সামনে নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বকে বড় করে উপস্থাপন করা। আর সাধারণত পুরুষরা তার থেকে উঁচু মেয়েকে পছন্দ করে না। যার দরুন সে তাকে ছেড়ে চলে যায় এবং অন্য পাত্রীর সন্ধান করে।

আমাদের এলাকায় একজন আইনজীবী আছেন। নাম আমর আব্দুস সাদেক। তিনি জোর দিয়ে বলেন, নিজ থেকে উচ্চ কোনো মেয়েকে বিবাহ করার চিন্তাও করা যাবে না। তিনি একবার এক তরুণীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সে অত্যন্ত মেধাবী ছিল। তার বাকপটুতা ও গোছানো কথাবার্তার দরুন এডভোকেট সাহেব কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন না। এজন্য তিনি তাকে আর বিবাহ করেননি।

ইঞ্জিনিয়ার আবদুল হাদী সাহেব তার নিজের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, তিনি এক মহিলাকে বিবাহ করলেন। বিবাহের দ্বিতীয় দিন তার স্ত্রী তাকে বলল, ইঞ্জিনিয়ারের বাম হাতের আঙুল নাকি ডান হাতের আঙুলের চেয়ে কিছুটা লম্বা। ইতিপূর্বে তিনি বিষয়টি খেয়াল করে দেখেননি। তাছাড়া স্কেল দিয়ে মাপা ছাড়া খালি চোখে এই পার্থক্য বোঝার মতো না। স্ত্রীর এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি স্বামীর সাথে সংসারকে অস্থির করে তোলে। শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাকে তালাক দিতে বাধ্য হন।

আইনজীবী মুহাম্মদ ফাউজি তার ঘটনা শোনান। তাকে এক অপরূপা সুন্দরী, জ্ঞানী, ভালো মহিলা প্রস্তাব দেয়ার পরও তিনি তাকে বিবাহ করেননি। কারণ সে তরুণী যখন হাঁটতো, তখনও সে নানান বিষয় নিয়ে চিন্তা করতো, যেন সে এক যান্ত্রিক হিসাব যন্ত্র। মুহাম্মদ ফাউজি আরো বলেন, সে আমার সাথে কথা বলতো ঠিকই, কিন্তু তার মাথায় ঘুরতো তখন নানান কিছু। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুও সেই নির্ধারণ করতো। বিতর্ক-ঝগড়াতেও সে আগে থাকতো। একপাক্ষিক কথা চলতো। কারণ আমি বেশি কথা বলতাম না।

জামিয়াতুল আইন শামসের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডক্টর সাইয়্যেদ সুবহি মন্তব্য করে বলেন, পুরুষরা বিবাহের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী মহিলাদের চেয়ে সাধারণ মহিলাদের বেশি প্রাধান্য দেয়। বেশি জ্ঞানী মহিলাদের প্রতি তাদের আগ্রহ কম। এই কারণেই আইবুড়োত্বের জ্বালা ভোগকারী অধিকাংশ মহিলা তারাই, যারা নিজের মেধা ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বড়াই করে। তবে তিনি এটাও বলেন যে, অধিকাংশ মেয়েই স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারে, পুরুষের চেয়ে কম মেধা প্রকাশ করাই তাদের জন্য শোভনীয়। ফলে তারা পুরুষের সাথে কোনো তর্ক আলোচনায় জড়াতে আগ্রহী না । তার কোনো সূক্ষ্ম ভুল ধরতে চায় না। যেন তাদের প্রতি পুরুষের ঘৃণা তৈরি না হয় এবং বিবাহের প্রস্তাব নাকচ না করে বসে।

এটাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা। মহিলা নিজেকে পুরুষের চেয়ে বড় হিসেবে উপস্থাপন করবে না। নিজেকে অধিক মেধাবী এবং বুদ্ধিমতী প্রমাণ করা যাবে না। বরং তার সামনে অজ্ঞতার ভান ধরবে, যেন সেই মেধাবী হিসেবে সাব্যস্ত হয়। নিজেকে দুর্বল সাজাবে। যেন সে শক্তিশালী প্রমাণিত হয়। এই স্বভাবজাত বুদ্ধিমত্তা প্রতিটি তরুণীর পক্ষেই সম্ভব, তার মেধা প্রখর হোক কিংবা দুর্বল। এর মাধ্যমে প্রশান্তির জীবন লাভ করবে। প্রস্তাবকারী যে তার হবু স্বামী, সেও সন্তুষ্ট থাকবে।

এটা চরম নির্বুদ্ধিতা যে, মহিলা তার স্বামীর সাথে অতি মাত্রায় তার মেধার বিকাশ ঘটাবে। এবং এর মাধ্যমে সে স্বামীর সংশোধনকারী হিসেবে প্রমাণিত হবে।

আমি আশাকরি, আপনারা এমন ভুল বুঝবেন না যে, আমি মেয়েদেরকে তাদের সঠিক মতামত গোপন করার আহ্বান করছি। তার প্রজ্ঞাময় পরামর্শ এবং উত্তম নসিহত প্রদানে নিষেধ করছি। কখনোই না...

তবে তাকে সেগুলো সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করার কথা বলছি। সে সমালোচনা না করে ভালোবাসার সাথে তার পরামর্শ জানাবে। এই পদ্ধতিতে প্রস্তাবকারী বিরক্ত হবে না এবং এভাবে পরামর্শ ও নসিহত দিলে স্বামী তার স্ত্রীর ব্যাপারে সংকোচবোধও করবে না।

নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনা আগে নাকি বিবাহ?

আমরা গ্রাম এবং শহরের বেশ কয়েকটি পরিসংখ্যান দেখেছি। যার থেকে আমাদের সামনে এ তথ্য স্পষ্ট হয়েছে, গ্রামের মধ্যম বয়সি তরুণীদের বিবাহের যেই সংখ্যা, শহরে সেটা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বিগত ১০ বছরে উল্লেখযোগ্যহারে একাডেমিক নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরের মেয়েদের স্বাভাবিক বিবাহের বয়স ২৫-৩০ এর মাঝে থাকে। আর ছেলেদের বিবাহের বয়স ৩০ থেকে শুরু হয়। কখনো কখনো ৪০ পর্যন্ত পৌঁছে।

তালিকা সম্পর্কে অবগত সকল দায়িত্বশীলই একমত যে, গ্রামের তুলনায় শহরে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ হলো, একদিক থেকে মেয়েদের পড়াশোনা শেষ করার প্রতি চাপ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া। অপরদিকে যুবকদের পক্ষে বাসস্থানের ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কম হওয়া।

শায়খ মাহমুদ আবদুল মু'তাল বলেন, সোহাজ গ্রামে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী জানান, গ্রামে এ সমস্যা নেই বললেই চলে। কারণ সেখানকার তরুণীরা পড়াশোনা শেষ করার পূর্বেই বিবাহকে প্রাধান্য দেয়। তাদের পরিবারও কুমারী বয়সে তাদের বিবাহ দেয়ায় বিশ্বাসী। ফ্যামিলি হেল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব আদলাত ইউসুফ বলেন, 'রিবাতে মুকাদ্দাস' নামক আমাদের সংস্থার অধীনে পরিচালিত প্রকল্প জানান দিচ্ছে, আমাদের শহরে সমাজ এক ট্রাজেডির ভিতর দিয়ে সময় পার করছে। কায়রো, জিযাহসহ অন্যান্য শহরে ব্যাপকহারে আইবুড়োত্ব ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কি সে প্রকল্পে আমরা এমন মহিলাদেরও সম্মুখীন হয়েছি, যারা ৪০ বছর, কেউ কেউ ৪৫ বছর পর্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় আছে।

আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক বিভাগের শিক্ষিকা ড. আফাফ আবদুল মু'তামিদ মনে করেন, তরুণীদের বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক পড়াশোনা এবং চাকুরি করাই এর প্রধান কারণ।

এগুলো আমাদের পরিচিত একটি দৈনিক পত্রিকার রিপোর্ট। অবিবাহিত পুরুষরাও এব্যাপারে একমত। তারাও মেয়েদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি এবং আইবুড়োত্বের পেছনে তাদের লেখাপড়া সমাপ্তির ঝোঁক এবং চাকুরির নেশাকেই প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

হে প্রিয় বোন! হয়তো আপনি আমাদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তাহলে কি আমি পড়াশোনা করবো না? বিবাহের পাত্রের অপেক্ষায় বিদ্যালয় ছেড়ে আইবুড়ো হওয়ার আগ পর্যন্ত বসে থাকব? যেমন অসংখ্য মেয়ে আইবুড়ো হয়ে বসে আছে। আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য আপনাকে পড়াশোনা ও বিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা নয়। আমরা বুঝাতে চাচ্ছি, যখন কোনো পাত্রপক্ষ আপনার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসবে, যাকে আপনার পরিবার এবং আপনিও পছন্দ করেন, তখন আপনার জন্য উচিত হলো, পড়াশোনার অজুহাতে ফিরিয়ে না দেয়া। কারণ,

১. আজ যে উপযুক্ত পাত্র এসেছে, হতে পারে আগামীকাল এমন পাত্র আসবে না।

২. অধিকাংশ মেয়েই ১৭ বছর বয়সে মাধ্যমিক পড়াশোনা শেষ করে সার্টিফিকেট লাভ করে। অর্থাৎ তারা নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনা করতে চাইলে কোনো এমন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে, যেখানে নিয়মিত উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা নেই। সেখানেই তারা লেখাপড়া চালিয়ে যাবে। যেন বিবাহ, সংসারসহ বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে মুক্ত না থাকতে হয়।

৩. শিক্ষা কখনোই সার্টিফিকেটের সাথে সম্পৃক্ত নয়। মেয়েরা প্রতিষ্ঠানের টেবিলে না বসেও পড়াশোনা করতে পারে। বরং লেখাপড়ার এই স্বাধীন পদ্ধতিতে সে দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিখতে পারবে এবং অনুপকারী ও তার অপছন্দনীয় বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতে পারবে।

একজন আইবুড়ো নারীর সাক্ষাৎকার

এক. তার বয়স ৩৪। খুব শান্তশিষ্ট, সুন্দরী। গাম্ভীর্যের সাথে কথাবার্তা বলে। দেখলে মনে হবে ১৫ বছরের চেয়েও কম বয়সি। শরয়ী হিজাবের পাবন্দ করে। এখন সে এক হাসপাতালে কর্মরত আছে। একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে এখানে জয়েন করে। অবসর সময় খুব স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও সামিয়া তার পুরো মুহূর্তগুলো বাসায় কাটাতে চায়। সম্ভাব্য সকল উপায়ে সে পরিবারের দায়িত্ব পালন করছে। এমনকি বাসার কাজ এবং পরিবারের দেখাশোনার ক্ষেত্রে কোনো কাজের বুয়ার প্রতি সে আশ্বস্ত নয়। পরিবারের ছোট-বড় প্রত্যেক সদস্য তার উপর নির্ভরশীল, এক সম্ভ্রান্ত মহিলা সে। সামিয়া তার বিবাহের ব্যাপারে কোনো কিছুকে অভিযুক্ত করে না। কিন্তু সে তার ভাগ্যকে এর কারণ মনে করে, যার প্রতি সে বিশ্বাস রাখে এবং যার লিখনীকে মেনে নিতে সে প্রস্তুত। এক সাক্ষাৎকারে সামিয়া বলেন, মানুষের সাথে ছোট বড় যত ঘটনা ঘটে, সব আল্লাহর অনুমতিক্রমেই ঘটে থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য নির্ধারিত কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছুর ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা তার কর্তব্য।

সে কুমারী মহিলা। সাত বোন, চার ভাই তার। ছয় বোনই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট লাভ করে ফেলেছে। আর ছোট বোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত। সামিয়া বলেন, আমি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমার জন্য বাবা-মায়ের ভালোবাসা ও সহানুভূতির কমতি ছিল না। আমি তাদের যথেষ্ট দয়া-অনুগ্রহ পেয়েছি। ইসলামী আদর্শে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন। আমি ছোট থাকতেই হজ্বের ফরজ আদায় করেছি। আমি ইসলামী অনুশাসনের জন্য নিবেদিত।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নারী সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার মতো গুণবতী ও সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির মেয়ের জন্য সাধারণত অনেক প্রস্তাব আসার কথা। আপনার জন্য কি এমন হয়নি?

বোন সামিয়া উত্তর দিলেন, অবশ্যই। বিবাহিত-অবিবাহিত অনেকেই এসেছে। বিবাহিতদের গ্রহণ করতে আমি রাজি ছিলাম না। আর অবিবাহিতদের প্রস্তাব নড়বড়ে হতো। বিবাহের শেষ পর্যায় পর্যন্ত টিকতো না। তাদের একজন আমার ফ্যামিলির পরিচিত ছিল। বিশেষ করে বাবা তাকে ভালো করে জানতেন। আমার জানা মতে সেই যুবক উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিল। এমন গুণাবলি তার ছিল, যা যেকোনো মেয়েকেই আকৃষ্ট করবে। আমিও তাকে মেনে নিয়েছিলাম। বিবাহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আলাপ-আলোচনা শেষ হলো। মহর নির্ধারণ, আকদের তারিখ ইত্যাদি সবকিছুই ফাইনাল হলো। আমাদের সকল চাহিদা পূরণে সে পাগল ছিল। তাছাড়া আমরা নিজে থেকে অনর্থক কিছু দাবি করে বাড়াবাড়ি করিনি । এভাবে আমার একাকিত্বের পালা শেষ হওয়া এবং কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীর ঘরে ওঠার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। কিন্তু হঠাৎ করে আকদের ঠিক একদিন আগে পাত্রের এক আত্মীয় বাবাকে ফোন করে বিবাহের তারিখ পেছাতে বলল। আমার বাবা অতিরিক্ত কোনো প্রশ্ন করা ছাড়াই সম্মত হয়ে গেলেন। এভাবে কিছু দিন পার হয়ে গেল। তবু তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে না। আবার তাদের সিদ্ধান্তও জানাচ্ছে না। আমরাই নিজ থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম। অথচ এটা আমাদের স্বভাব না এবং ঠিকও না। এখন সেই ভদ্র যুবক নিজে এসে বিবাহের তারিখ জানানোর পরিবর্তে একজন দূত পাঠিয়ে দিল। দূত মারফত জানালো, সে তার প্রস্তাব থেকে সরে এসেছে এবং বিবাহ করতে আগ্রহী নয়। অপ্রত্যাশিতভাবেই ঘটনাটি ঘটে গেল। ইতোপূর্বে যেসব প্রস্তাব এসেছে, এর কোনোটাই এতদূর আগায়নি। সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। মাত্র আর একটা দিন বাকি ছিল। কেন এমনটা হলো?

এ প্রশ্ন আমাকে অনেক কষ্ট দেয় এবং কষ্ট দিতেই থাকবে। কারণ আমার জীবনে এমন কিছু রয়েছে, যেটা আমার জন্য আসা বিবাহের প্রস্তাবকারীদের অনাগ্রহী করে দেয়। শেষে তারা পালায়ন করে। আর এই প্রশ্ন শুধু আমাকেই পীড়া দেয় না, আমার বাবাকেও আক্রান্ত করে। আমার মাকে তিলে তিলে শাস্তি দেয়। এজন্য
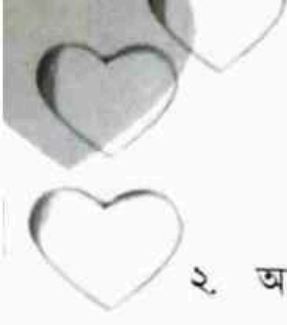
তিনি অনেক ক্লান্তি সত্ত্বেও এর উত্তর খুঁজে ফেরেন। কিন্তু অবশেষে জাদু ছাড়া আর কোনো কারণ পাওয়া যায়নি, যা আমাদের বুঝ দিবে।

দুই. সামিয়া বলেন, আমার মা একদম পাগলের মতো হয়ে বসেছেন। আমার বিবাহহীনতা তাকে প্রতিদিন একটু একটু করে কুরে খাচ্ছে। এজন্য তিনি আমার আশেপাশের সকল মহিলাকে সন্দেহ করতে লাগলেন। জাদুবিদ্যায় পারদর্শী অনেকের কাছেই যেতে আরম্ভ করলেন। তারপরেও তিনি সফল হতে পারেননি। তার এই দৌড়ঝাঁপ আমার অস্থিরতাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমি জানি, যে মহিলা আমার বিরুদ্ধে জাদু করেছে, জাদু ছুটাতে আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে সে অবগত আছে। ফলে সে নতুন করে আবার জাদু করবে।

আসলে এই অজ্ঞাত মহিলার ব্যাপারে আমার এত পরিমাণে আগ্রহ নেই। কারণ যদি সেই মহিলার ব্যাপারে জানতে পারি, তবুও তার জাদুর ব্যাপারটি প্রমাণ করার সুযোগ আমার নেই। কেউ আমার কথা এবং আমার মায়ের ধারণাকে বিশ্বাস করবে না। এখন আমি অপেক্ষায় থাকি, মহান আল্লাহ তা'য়ালাই আমার সমস্যা দূরীভূত করবেন। আমি এখনো একটি সুখী পরিবারের স্বপ্ন দেখি, যেখানে থাকবে প্রিয় মানুষটি আর গুলুগুলু আদরের সন্তান। তবে আমি বাবা-মায়ের এই যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করি যে, আমার বিবাহের পূর্বে আমার ছোট বোনের বিবাহের প্রতি মনোনিবেশ করা যাবে না। আমার জন্য তাদের বিবাহ কেন আটকে থাকবে? এভাবে তো তারাও আইবুড়ো হয়ে যাবে একপর্যায়ে। আর এর দায় বহন করতে হবে আমাকে। তাদের অন্তরে আমার ব্যাপারে ঘৃণা বদ্ধমূল হয়ে যাবে।

এটা বোন সামিয়ার গল্প, যিনি বিবাহে আকৃষ্ট করে এমন সব গুণাবলির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত অবিবাহিত। এটি বাস্তব একটি চিত্র, কল্পনাপ্রসূত কিছু নয়। এই ঘটনার ব্যাপারে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে:

১. এতকিছু সত্ত্বেও বোন সামিয়ার বিশ্বাস স্বচ্ছ ছিল। বিবাহ বিলম্বিত হওয়ার বিষয়টিকে তিনি আল্লাহর ফায়সালার দিকে ন্যস্ত করেছেন, যাকে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছেন। এটি অবশ্যই প্রশংসনীয়। বিবাহ বিলম্বিত প্রতিটি তরুণীর ক্ষেত্রেই এটা কাম্য।

২. আল্লাহর সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়ার পরও বোন সামিয়া কোনো আপত্তি করেননি, যখন তার মা বিবাহ বিলম্বের কারণ জানার জন্য জাদুকরদের দ্বারস্থ হতে চেয়েছিল। যেন বোন মানতেন কিংবা বিশ্বাস করতেন, তার বিবাহ বিলম্ব হওয়ার পিছনে কোনো মহিলা একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। সেই পদ্ধতিকে বোন 'আর-রবত' নামে প্রকাশ করেছেন। (অর্থাৎ তিনি কারণ উদ্ধার ও তার সমাধানে সচেষ্ট ছিলেন)।

৩. ছোট বোনদের আগে তার বিবাহ হতে হবে, বাবা-মায়ের এমন যুক্তির বিরোধিতা করে তিনি একটি ভালো কাজ করেছেন। এই ব্যাপারে পূর্বের রিসালাতেও সতর্ক করে এসেছি। এক কথায় বোন সামিয়া ধৈর্যশীল তরুণীদের জন্য একটি উত্তম আদর্শ হয়ে থাকবে। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ তাদের জন্য সুখময় বিবাহের ব্যবস্থা করুন। তাদের ধৈর্য ও সন্তুষ্টির উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

আইবুড়ো নারীর আর্তচিৎকার
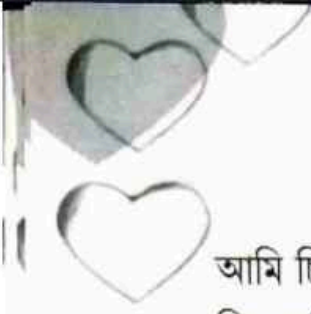
প্রতিরাতে বালিশে মাথা রাখার পর একটি স্বপ্নই আমাকে আহত করে— "সে আমার হাত ধরে আছে। বাসর রাত। দৃষ্টিনন্দন শুভ্র পোশাকে আমি পুলকিত। চোখগুলোও আনন্দে প্লাবিত হচ্ছে।"

সকলবেলা আমার ভাইয়ের ছেলের করাঘাতে সেই স্বপ্ন ভাঙ্গে। আমার ভাইয়ের দুই সন্তান। আমার কয়েক বছরের ছোট সে। বিবাহ করে এখন দুই সন্তানের বাবা। আর আমি এখনো পর্যন্ত...

আফসোস! কত নির্বোধ আমি! কত আনন্দ নিয়ে আমার মা জানিয়েছিলেন। একজন ধার্মিক ছেলে আমাকে দেখতে আসবে। তখন আমি দ্বিতীয় বর্ষে পড়তাম। কিন্তু এই সংবাদে আমি খুশি হতে পারিনি। তাই এই কথা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যে, এই মুহূর্তে আমি বিবাহ নিয়ে চিন্তিত না। আমি পড়াশোনা শেষ করতে চাই। আমার মা তখন চিন্তা আর বিস্ময়ভরা মুখ নিয়ে ফিরে গেলেন।

দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হওয়ার পর বাবা বললেন, এতটুকু পড়াশোনাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তোমার চাচা তার ছেলে আহমাদের জন্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। তোমাকে বিবাহ দেওয়ার সময় এখন। আমি অনেক কাঁদলাম। বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে স্টাডি শেষ করার তাগিদ দিলাম। অবশেষে আমি সফল হলাম। নিয়মিত আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফ শুরু করলাম।

তৃতীয় বর্ষে পড়াকালীন প্রতিবেশী এক আংকেল তার ছেলে আবদুর রহমানের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। সে একজন নামকরা ইঞ্জিনিয়ার ছিল। যখন তার মা আমার মায়ের কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসলেন এবং তাদের আলোচনা শুরু হলো, তখন

আমি চিৎকার করে বলতে লাগলাম, আমি স্টাডি শেষ করার আগে কোনোভাবেই বিয়ের পিঁড়িতে বসবো না।

তারপর যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্টাডি কমপ্লিট করলাম, তখন আর প্রস্তাব আসত না। বুঝতে পারলাম, বড় ভুল করে ফেলেছি। আমার বাবাও ভুল করেছেন। কেন তিনি আমার স্টাডি শেষ করার চাপকে মেনে নিলেন? মাও ভুল করেছেন। কারণ তিনি আমাকে বোঝাতে সক্ষম হননি।

সত্যি বলতে ঠিক বুঝে উঠে পারতাম না, আসলে ভুলটা কার, আমার, আমার বাবার, নাকি আমার মায়ের? নাহ। কিছুই জানি না আমি। কার দোষ ছিল তাও জানি না। শুধু এতটুকু জানি যে, আমি আইবুড়ো হয়ে গেছি।

অবাধ স্বাধীনতা

আমার স্ত্রী আমাকে ৩২ বছর বয়সি এক সিরিয়ান মেয়ের ঘটনা শুনিয়েছে। তার অভিযোগ হলো, পিতা-মাতা তাকে বিবাহের চাপ দেয়নি। ওই তরুণী আমার স্ত্রীকে আরো বলেছে, বিবাহ বিলম্ব করে নিয়মতান্ত্রিক স্টাডি চালিয়ে যাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে বাবা আমার বিশাল ক্ষতি করেছেন। বড় হয়ে অবিবাহিত থেকে আমার অনুশোচনার ব্যাপারে তিনি আমাকে সতর্ক করেননি। আমার স্ত্রী বলল, তার চোখ পানিতে টলমল করছিল, যেন সেই অশ্রু মেয়েটির কষ্ট ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মেয়েটির প্রতি আমার স্ত্রীর সহমর্মিতা অনেক বেড়ে গেল। সে তার ব্যথায় ব্যথিত হলো। এমনকি আমাকে তো বলেই ফেলল যে, তুমি তাকে বিবাহ করো কিংবা তোমার পরিচিত কাউকে দেখো। মেয়েটার আদব-কায়দা ভালো। ধার্মিক। ফ্রেঞ্চ সাহিত্যে ডিগ্রি লাভ করেছে, এখন কুয়েতের শিক্ষামন্ত্রণালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে কর্তব্যরত আছে। দেখতেও কম সুন্দর না।

স্ত্রীর সহমর্মিতার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ হলাম। তবে বিবাহের ব্যাপারে আমাকে আবদার না করার ব্যাপারে তাঁকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করলাম। আমার পক্ষে তাকে বিবাহ করা কিংবা অন্য কেউ তাকে বিবাহ করা— এই পর্যায়ে এসে স্বাভাবিক থাকেনি।

যাই হোক, আমি আবার তরুণীর বক্তব্যের দিকে মনোনিবেশ করবো, যেই বক্তব্য আমাকে অবাক করেছে। কিছুক্ষণ সেখানে বিরতি নিতে চাই। সে বক্তব্য হলো, "বিবাহে বিলম্ব করে নিয়মতান্ত্রিক স্টাডি চালিয়ে যাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে বাবা আমার বিশাল ক্ষতি করেছেন। বড় হলে আমি যে অবিবাহিত থাকার অনুশোচনায় ভুগবো— এব্যাপারে তিনি আমাকে সতর্ক করেননি।" বাক্যগুলো কিছু বাস্তবতা প্রকাশ করে দিচ্ছে। আশা করি আমরা সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করবো।

১. অবাধ স্বাধীনতা সব সময় কল্যাণ বয়ে আনে না। কখনো কখনো স্বাধীনতা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পিতা-মাতার পক্ষ থেকে মেয়েকে বিবাহের ব্যাপারে সম্মতির স্বাধীনতা দেওয়া ভালো বিষয়। বরং এটি তার একটি অধিকার। কিন্তু পিতা-মাতার কর্তব্য হলো, তাদের কন্যাকে বোঝানো যে, এটাই জীবনের নিয়ম। বিবাহ হবে। সন্তান আসবে। এভাবে পিতা-মাতা, ভাই-বোনের বাইরে আরেকটি সুখী পরিবার গড়ে উঠবে। তোমার বর্তমান পরিবারের মিলনমেলাও স্থায়ী না। তোমার ভাইয়েরা বিবাহ করবে। বোনেরা অন্যের ঘরে চলে যাবে। তোমার বাবা-মাও সারা জীবন তোমার সাথে থাকবে না। তারাও একদিন মারা যাবে। এমন একদিন আসবে, যেদিন তুমি একা হয়ে যাবে। আর অনুশোচনায় ভুগবে।

২. এটার উদ্দেশ্য এমন নয় যে, মেয়েরা আইবুড়ো হওয়ার ভয়ে বিবাহের প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করে নিবে। বরং তার এবং তার পরিবারের দায়িত্ব হলো, যার চরিত্র এবং দ্বীনদারী পছন্দ হয়, তাকে কবুল করে নেওয়া।

৩. সমাজে পড়াশোনা, সার্টিফিকেট অর্জন, চাকুরি এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নানান প্ররোচনার আয়োজন আছে। কিন্তু বিবাহ, পরিবার গঠনের প্রতি কোনো উৎসাহ প্রদান নেই। অথচ এটাই মেয়েদের ফিতরাত, যার উপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন।

৪. সাধারণত বাবা-মা মেয়েদের দেরিতে বিবাহ এবং অবিবাহিত থাকার জন্য দায়ী হয়ে থাকেন লেখাপড়ার চাপ প্রয়োগ ও বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে। কিন্তু এই তরুণীর বাবা-মা তাদের নেতিবাচক মনোভাব এবং মেয়েকে বিবাহের গুরুত্ব বোঝাতে না পারার কারণে দায়ী সাব্যস্ত হচ্ছে।

এক সুখী আইবুড়ো নারীর চিঠি

একজন মহিলার সাথে আমার ফোনের মাধ্যমে আধা ঘন্টার চেয়েও বেশি সময় কথা হয়। ফোনালাপের মাঝে সে অবিবাহিতদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিকার সংক্রান্ত কথাবার্তা তুলে ধরে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে সে অধিকাংশ সময় ভুল হিসেবে প্রমাণিত করে। অবিবাহিতরা সুখী নয়, এমন ধারণাকে সে অবান্তর দেখিয়েছে। হাজার হাজার অবিবাহিত মহিলা বিবাহিতদের থেকেও সুখে রয়েছে। এর পিছনে সে নিজেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করে। তার যাপিত স্বাচ্ছন্দময় জীবন, আত্মবিশ্বাস, আস্থাভাজনের পাত্র হওয়াই এর দলিল।

তার এই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং শুদ্ধ চিন্তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই আমি অধিকাংশ অবিবাহিত মহিলাকেও এমন সুন্দর মনোভাব সম্পর্কে জানাতে সংকল্প করলাম। তাকে বললাম এই কথাগুলো লিখে পাঠাতে, যাতে করে পরবর্তী সংখ্যায় "মু'মিন মহিলা" এর পাতায় প্রকাশ করতে পারি। সে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল এবং পরের দিনই ফেক্সের মাধ্যমে তার লেখা পাঠিয়ে দিল। লেখা পড়ে আমার মুগ্ধতা আগের চেয়ে আরও বেড়ে গেলো। তার অগাধ বিশ্বাস, ঈমানের গভীরতায় আমি আশ্বস্ত হলাম। কোনো প্রকার সম্পাদনা ছাড়াই লেখাটির ছাপানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ লেখাটিতে অনেক উপকারী বিষয় রয়েছে। ইনশাআল্লাহ, আমি আশা করি প্রত্যেক অবিবাহিত বোনই তার দৃষ্টিভঙ্গি শুদ্ধ করে নেবেন। সত্তাগত ভারসাম্যতায় ফিরে আসবেন এবং নিজের দুঃখবেদনাকে ঝেড়ে ফেলে দিবেন। আমি মনে করি, এমনটা বলা বাড়াবাড়ি হবে না যে, এই রিসালাটি একটি প্রমানপত্রের মর্যাদা রাখে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
উস্তাদ মুহাম্মাদ রশিদ আল-আওয়ীদ।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

আমি আনন্দিত যে, আপনারা অবিবাহিত মহিলাদের সমস্যার ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পেরেছেন এবং মূল্যায়ন করেছেন। যার দরুন সম্প্রতি উক্ত বিষয়ে আমার লেখা আপনাদের সম্পাদনায় এসেছে। লেখাটি সেই তরুণীর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, সংশ্লিষ্টদের কাছে যার চিন্তা উপেক্ষিত এবং অবহেলিত। সে তাদের নিকট একজন হতাশাগ্রস্ত মানবী। যার অনেক সহানুভূতির প্রয়োজন। যেমন, বিভিন্ন চলচ্চিত্র এবং অনুষ্ঠানে দেখানো হয় যে, সমাজের সবচেয়ে অসহায় তরুণী সে।

আমি এই রিসালাটির মাধ্যমে আমার আলোচনায় উঠে আসা বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করতে চাচ্ছি। যেহেতু আপনারা ধারাবাহিকভাবে লেখা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আশাকরি অবিবাহিত তরুণীদের ব্যাপারে সমাজের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধনে এটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি বিশেষ করে সমাজের উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে আক্রান্ত মেয়েদের জন্য এটি উপকারে আসবে, যারা অশান্তিময় জীবনযাপন করছে, যা আদৌ ঠিক না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে।

১. বিবাহ না হওয়াকে আল্লাহর ফায়সালা হিসেবে মেনে নেওয়া। অন্য কথায় ভাগ্যের বিষয় এটা। সবসময় এটি পিতা-মাতার অবহেলা কিংবা সামাজিক প্রথার কারণেই হয় না। সকল কিছুর রিজিক তো তাঁর হাতে। সম্পদ, সুস্থতা, সৌন্দর্য, মেধা, বংশ, সন্তান সব কিছুই তিনি বণ্টন করেন। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারটিও এর অন্তর্ভুক্ত। এ বিশ্বাস অন্তরে সন্তুষ্টি এবং প্রশান্তি তৈরি করবে। বিভিন্ন দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহমুখী হতে সহায়তা করবে। যেমন,

اَللّٰهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِّيْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْ قُوَّةً لِيْ فِيْمَا تُحِبُّ وَ اجْعَلْنِيْ لَكَ كَمَا تُحِبُّ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পছন্দের যেই বিষয় থেকে দূরে রেখেছেন, সেটাকে আপনার পছন্দনীয় বিষয় অর্জনের শক্তি বানিয়ে দিন। আপনার সন্তুষ্টি অর্জনে আমাকে একনিষ্ঠ হিসাবে কবুল করে নিন।

اَللّٰهُمَّ ارْضِنِيْ بِقَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِيْ فِي قُدْرَتِكَ حَتّٰى لَا اُحِبَّ تَعْجِيْلَ شَيْئٍ اَخَّرْتَهُ وَ لَا تَأْخِيْرَ شَيْئٍ عَجَّلْتَهُ

হে আল্লাহ! আপনার ফায়সালার ব্যাপারে আমাকে সন্তুষ্ট করে দিন। আমার জন্য আপনার প্রদত্ত তাকদিরে বরকত দান করুন। যাতে আপনি যা বিলম্ব করেছেন, আমি তার দ্রুতকরণ কামনা না করি। এবং আপনি যা দ্রুত করেছেন, তার বিলম্বও আমি না চাই।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِيْ وَ يَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَنْ يُصِيْبَنِيْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ وَ اَنَّ مَا اَصَابَنِيْ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَنِيْ وَ اَنَّ مَا اَخْطَئَنِيْ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَنِيْ

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হৃদয়স্পর্শী ঈমান ও সত্য বিশ্বাস কামনা করি, যেন আমার বিশ্বাস এই কথার উপর স্থীর হয় যে, আপনার লিখনি ছাড়া কিছুই ঘটতে পারে না। কেননা কোনো ভুল ছাড়াও আমি বিপদের সম্মুখীন হতে পারি। আবার ভুল না করা সত্ত্বেও আমি বিপদের সম্মুখীন নাও হতে পারি।

এসব দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহমুখী হওয়া। সর্বদা কাকুতি-মিনতি করা। তখন সে নিশ্চিত বঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি থেকে মুক্ত হতে পারবে। জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে তার দৃষ্টি খুলবে। দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে, বিশুদ্ধ হবে। সুখী জীবন কেবল বিবাহ আর সন্তান লাভের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ভাববে না।

২. এটা চিন্তা করা যে, প্রত্যেক বিবাহিত নারী সুখী হয়নি কিংবা তার ভাগ্যে এমন স্বামী জোটেনি, যে তাকে সুখে রাখবে। আবার তাদের সকলেই সন্তান লাভ করতে পারেনি। কেউ কেউ সন্তান লাভ করলেও সে সন্তান সুস্থ এবং তার চক্ষু

শীতলকারী হতে পারেনি। অনেক বিবাহিত বোন অসুস্থ কিংবা প্রতিবন্ধী সন্তানের বেদনায় ভুগছেন। আবার অনেক বোন অবাধ্য সন্তানের জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হচ্ছেন।

কেউ কেউ তালাকপ্রাপ্ত কিংবা বিধবা জীবনও ভোগ করছে। আরও নানান সমস্যায় সে জর্জরিত হতে পারে তার স্বামীর চরিত্রহীন, প্রতারক, বদমেজাজি, লম্পট হওয়ার দরুন। সব থেকে উল্লেখযোগ্য বড় ক্ষতি হলো, স্বামীকে একমাত্র সুখের অবলম্বন মনে করা। ফলে দেখা যায়, স্বামী তার দ্বীন থেকে সরে আসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্বামীকে খুশি করার জন্য শরীয়তের পাবন্দ জীবন থেকে বেরিয়ে যায়। কারণ যদি সে হিজাব বর্জন না করে, বাতুলতা না করে এবং দুনিয়ার চাকচিক্য আর বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে পাপের পথে না হাঁটে, তাহলে স্বামী খুশি হবে না।

৩. আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এমন সমাজে বাস করি না, যেখানে শুধু নিজের গড়া পরিবারের সাথে সবকিছু সম্পৃক্ত। বরং একজন মহিলা পরিবারের যেকোনো পর্যায়ে থেকে সামাজিক জীবনে নানান ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। সে যখন কারো স্ত্রী নয়, তখনও সে কারো মেয়ে, কারো বোন, কারো খালামণি, কারো ফুফু। একজন সচেতন মহিলা উল্লেখিত পরিচয়ে থেকে তার আবেগ, চাহিদা যৌথ জীবনের সুযোগ তৈরি করে নিতে পারে। এভাবে সে স্বাচ্ছন্দময় জীবনের অনুভূতি লাভ করবে। অপরদিকে এসব রক্তের সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে পুণ্য এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। তাহলে কেন কিছু বোন অস্থিরতায় সময় নষ্ট করবেন? একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন তখন তার জীবন কেমন হবে, যখন সে তার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখবে। কুয়েতে আমি বলেছিলাম, একজন অবিবাহিত বোনের জন্য এমন জীবন ধারণ সম্ভব, যে জীবন হবে আবেগ-অনুভূতি আর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্কে সজীবতর।

৪. একজন মানুষ আখেরাতে তার আমলের প্রতিদান লাভ করবে। নিঃসন্দেহে অন্যের প্রতি তার দায়িত্বও আমলের অন্তর্ভুক্ত। আবার এর মাঝে স্বামী, সন্তানও রয়েছে। সুতরাং যার বিবাহ হয়নি, তার হিসাব কি কম হবে না, যেভাবে একজন গরিব ব্যক্তির হিসাব ধনী ব্যক্তির থেকেও কম হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَدْخُلُ الفُقَرَاءُ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِئَةِ عَامٍ

"দরিদ্র ব্যক্তিরা ধনী ব্যক্তিদের থেকে ৫০০ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৬]

অবশ্যই আমরা হিসাবের সম্মুখীন হবো। এ ধরনের কঠিন হিসাব থেকে বেঁচে যাবো।

وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ

"আর ওদেরকে থামাও। কারণ ওদের প্রশ্ন করা হবে"।[১৭]

৫. দুনিয়ার জীবন আমলের জীবন। এই জীবন পরীক্ষা আর ত্যাগের জীবন। দুনিয়া সুখ-শান্তির জায়গা নয়। এখানে হয়তো সুখ পাওয়া যেতে পারে, তবে সেটা সাময়িক এবং খুবই নগণ্য। স্বামীর সাথে সুখে থাকার বিষয়টি আরও জটিল এবং সাময়িক। যেকোনো সময় এখানে সমস্যা তৈরি হতে পারে। অন্তরের পরিবর্তন ঘটতে পারে। এজন্যই তো এত বিচারালয় এবং সালিশকেন্দ্র, যেগুলোর একমাত্র চিন্তা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করা।

৬. মানুষ সর্বদাই কিছু প্রসিদ্ধ মহিলার কথা সামনে আনে। যারা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেছে বিভিন্ন বিষয়ে। জীবনে তারা অনেক সফলতা এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তথাপি তারা মাতৃজীবন না পাওয়ায় অনুশোচনা বোধ করে। সেসব অবিবাহিত কিংবা বন্ধ্যা মহিলাদের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে, যারা হতাশাগ্রস্ত জীবন পার করছে। অথচ বিবাহ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে অনেক সফলতা দান করেছেন। আমার মতে, এসব দলিল আর অনুপ্রেরণা, যেগুলো আপনাদের কিছু লিখনিতেও প্রকাশ পায়, কিছুটা পর্যালোচনার দাবি রাখে। প্রথমত, একজন মহিলার সুখ ও শান্তি কেবল তার মা হওয়ার সাথে জুড়ে দেওয়া, আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। আল্লাহ তাআলা

---

[১৬] তিরমিজি – হাদিস নং: ২৩৫৩। সনদ সহিহ। রিয়াদুস সালেহিন – হাদিস নং: ৪৯১, ইবনে মাজাহ – হাদিস নং: ৪১২২

[১৭] সূরা সাফফাত – ২৪

যাকে ইচ্ছা সন্তান দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা দান করেন না। একজনের বিবাহ হতে পারে, কিন্তু সে আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তানের দেখা নাও পেতে পারে। এজন্য কি আমরা প্রত্যেক এমন মহিলাকে অসুখী ধরে নিব? না, এমন বিশ্বাস আমরা রাখতে পারি না। আবার প্রত্যেক সন্তানলাভ করা মেয়েই কি সুখী হয়? না, এটাও বাস্তবতা না।

দুনিয়াপ্রেমী কিংবা কাফেরদের কাছে এটা সঠিক হতে পারে। কারণ তারা দুনিয়ার জীবনে সবকিছু পেতে চায়। দিনশেষে তাদেরই একজন হেলায় খেলায় এক যান্ত্রিক জীবন অতিবাহিত করেন আফসোসে ভুগে। তার জীবনের একটা অপূর্ণতা রয়েছে, যেটা অন্যান্য মহিলা ভোগ করছে। কিন্তু একজন মুসলিমা বোন অপ্রাপ্তিকে এই দৃষ্টিতে দেখবে না। কারণ সে জানে আল্লাহর দান করা না-করার মাঝে রয়েছে এক রহস্য। ফলে সে জীবনের শেষে এসে কোনো কিছুর ব্যাপারে আফসোস করে না। বরং সে তো আল্লাহর আদেশ নিষেধ অমান্য করার ব্যাপারে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে।

আমাদের সামনে অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। হয়তো আমরা কিছু জানি আর কিছু জানি না। বোন জয়নাব আল-গাজালী। একজন প্রসিদ্ধ দায়ী। কোনো বাচ্চাকাচ্চা ছিল না তার। তা সত্ত্বেও তিনি তার ভাষ্যমতে সমস্ত মুসলিম বোনদের, মেয়েদেরকে আপন মেয়ে মনে করতেন। তাদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, নসিহাহ করেছেন। তারা তার অভিজ্ঞতা থেকে অনেক উপকৃত হচ্ছে। এমনিভাবে আমাদের সামনে জীবন্ত এক উদাহরণ হলো কুয়েতের সাইয়েদা মুযী সুলতান। তিনি ৪০ বছরের অধিক সময় যাবৎ প্রতিবন্ধীদের একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। তাঁর কোনো সন্তান নেই। এসব প্রতিবন্ধী নিজের সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন। এমন আরও অনেক ভাই-বোন আছেন, যাদের বিবাহ হয়নি কিংবা সন্তান লাভ করেননি। আমি মনে করি না যে, তাদের এই অপ্রাপ্তির কথা জিজ্ঞেস করলে তারা দুনিয়াপ্রেমীদের মতো উত্তর দিবে। তাহলে কেন আমাদের ইসলামিক কলামিস্টরা মহিলাদের সুখী জীবন কেবল সন্তান প্রতিপালনের সাথেই জুড়ে দিতে চান? তারা মুসলিম তরুণীদের বলতে চান, যদি তোমার ভাগ্যে বিবাহ না লেখা থাকে, তবে জেনে রাখ, হতাশা আর অনুশোচনার এক জীবন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। যেই জীবন লাভ করেছে অমুক মেয়ে, তমুক তরুণী। এমনটা করলে কি ভালো হতো না যে, তারা সম্বোধিত মানুষটিকে সেই তরুণীর কথা বলবে, যার কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। যে

আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করে। পরিবার-সমাজে তার কর্তব্য পালন নিয়ে ভাবে। যা সেই সম্বোধিত ব্যক্তিকে আত্মোন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করবে। তার অবসর সময়টুকু আল্লাহর নৈকট্য লাভে অনুপ্রাণিত করবে।

আর হ্যাঁ, আমাদেরকে অবশ্যই বিবাহকে সহজ করার জন্য দাওয়াত দিতে হবে। বিবাহের পথে প্রতিবন্ধক সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কুমারী তথা কম বয়সে বিবাহ সম্পাদনে উৎসাহিত করতে হবে। কিন্তু পাশাপাশি এটাও স্বীকার করে নিতে হবে, সমাজে অনেক বোনেরই বিবাহের ট্রেন ছুটে গেছে। তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্বোধন ইতিবাচক হওয়া জরুরি। বর্তমান সমাজ তাদেরকে হতাশ আর করুণার দৃষ্টিতে দেখে। ইতিবাচক সম্বোধন অবশ্যই আইবুড়োর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে সহায়তা করবে। সমাজ তখন তাদেরকে করুণা, তাচ্ছিল্য কিংবা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে না। বরং সম্মান ও ক্ষমার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে, যা অন্যদের জন্যও সংশোধন এবং সুখের উপাদান যোগাবে। আমি অনেককে চিনি, যারা নীরবে সমাজের ভিতর নানা ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তাদের সকলেই সমাজ থেকে আশা করে, তাদের বিষয়টিকে এমনভাবে বিবেচনা না করা হোক, যেভাবে তারা পছন্দ করে না।

প্রিয় ভাই! যদি আমাদের কারো ভেতর এমন ঈমানী তুষ্টি এসে যায় আর সে দুনিয়া ও মানব জীবনের বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারে এবং বিবাহিত সমাজের নানান ঝামেলা ও হতাশা দেখতে পায়, তাহলে সে বলে উঠবে, যেমনটা একজন বলেছে, "আমাদের সুখ-শান্তির কথা যদি দুনিয়াবাসী জানতো, তাহলে তারা আমাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হতো, তা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য"।

৭. বলা হয়, সন্তান পিতা-মাতার জন্য তাদের মৃত্যুর পরও একটি স্থায়ী সাওয়াবের মাধ্যম। আমি বলবো, এই সন্তান বিবাহের মাধ্যমে হওয়া জরুরি নয়। আর এক্ষেত্রে কি জরুরি নয় যে, সে সন্তান সৎ হতে হবে! যেন তারা জিকির ও দোয়ার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। তাছাড়া মানুষের কর্ম, সৎ সম্পর্ক, অপর দশজন ব্যক্তি গড়ে তোলা সবকিছুই স্মরণীয় হয়ে থাকে। তারা সেই ব্যক্তির জন্য সফলতার দোয়া করে। এর জ্বলন্ত প্রমাণ সাইয়েদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। বিবাহ করতে পারেননি। তেমনিভাবে শায়খ মুহাম্মদ আলজারাহ, যিনি নিকট

অতীতে মারা গেছেন। আরও অনেক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, মানুষের জবান তাদের স্মরণ ও কল্যাণ কামনায় আন্দোলিত হতে থাকে। অথচ তাদের কোনো সন্তান নেই।

৮. মানুষ হিসেবে পুরুষের মতো একজন মহিলার সুখ-শান্তি সফলতা সর্বপ্রথম নির্ভর করে তার ঈমান, আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া, তার আদেশ-নিষেধ পালন করার উপর। এখানে সে যে পরিমাণ সফলতা লাভ করবে, সে পরিমাণ সুন্দর ও মানসিক শান্তি তার অর্জিত হবে। এসব বিবাহ, সন্তান, পরিবার এনে দিতে পারবে না। অনেক বোন সৎ স্বামী, সুস্থ অনুগত সন্তান পাওয়ার পরও হতাশা ও অশান্তিতে রাত দিন কাটাচ্ছে। ঈমানী দুর্বলতা এবং তার থেকে উচ্চ কোনো বোনকে দেখার কারণে। ফলে তারা এমন স্বামী গ্রহণ করতে একপ্রকার বাধ্য হয়, যার ব্যাপারে সে সন্তুষ্ট নয়।

৯. মানুষের বোঝা উচিত, দ্বিতীয় বিবাহ অনেক মহিলাই গ্রহণ করে নিতে চায় না। অথচ মানুষ ভাবে তারা দ্বিতীয় স্ত্রী হতে আগ্রহী। কারণ তাদের কেউ কেউ অন্যের সুখ নষ্ট করে নিজের সুখ-শান্তির সৌধ বানানো থেকে বিরত থাকে। যদিও পরিস্থিতির কারণে কখনো কখনো দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়াকে গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এমন সমাজে তা কোনো সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না, যে সমাজ ইসলামের উন্নত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে না।

পরিশেষে বলব, আমি বিশ্বাস করি, আমার কাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। যেই সমস্যাটি সমাধানে আপনারা চেষ্টা করছেন, তার কিছু বাস্তবতা তুলে ধরতে পেরেছি।

হয়তো একদিন আমরা দেখতে পাব আপনার ক্ষুরধার লিখনি আমাদের মতো মেয়েদের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জানান দিচ্ছে। এমনকি তা মানুষের মাথা থেকে সেসব ভুল এবং অসার চিন্তাভাবনাকে দূরীভূত করে দিবে, যা একজন মহিলাকে ঘিরে রেখেছে। জাযাকুমুল্লাহু খায়র।

সুখী আইবুড়ো নারীর চিঠির প্রতিউত্তর

মুহতারাম মুহাম্মদ রশিদ আল আওদ হাফিজাহুল্লাহ। পরিচালক, আন-নূর ম্যাগাজিন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আন-নূর ম্যাগাজিনের মু'মিনের পাতায় "আইবুড়ো মহিলার চিঠি" শিরোনামে প্রকাশিত রিসালার ব্যাপারে আমি জানতে পেরেছি। আমি সেটা পড়েছি এবং কয়েকবার পড়েছি। তাছাড়া আইবুড়োত্বের সমস্যাটি কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়। এটি ইসলামী সমাজে বিস্তৃত। আর সকলেই এর প্রতি গুরুত্ব দিতে বাধ্য। উল্লেখ্য, জ্ঞানী মহল থেকে ইতোপূর্বে এর উপর গবেষণা ও পরিসংখ্যান চালানো হয়েছে। তারা সমাধানের পথ খুঁজছেন। তবে সেই অবিবাহিত বোনের চিঠির ব্যাপারে আমার কিছু মন্তব্য রয়েছে। সেগুলো আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আশা করি তা আপনাদের ম্যাগাজিনে প্রচার প্রকাশ করবেন। জাযাকুমুল্লাহু খাইর।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আমি 'সুখী আইবুড়ো' বোনের রিসালাটি পড়েছি। সেখানে বোন তার সুখ ও প্রশান্ত হৃদয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁর সন্তুষ্টির চিত্র তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে সমজাতীয় অন্যান্য বোনকে ধৈর্য এবং তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতে উৎসাহ দিয়েছেন। এর জন্য বোন তার বাস্তব জীবন থেকে বিভিন্ন উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। এটি অবশ্যই উত্তম এবং প্রশংসাযোগ্য কাজ। কিন্তু তিনি কিছু ক্ষেত্রে সত্যকে পাশ কেটে গেছেন। যাইহোক, উক্ত ইস্যুর সমাধানের সংকল্পে আমি কিছু মন্তব্য করতে চাচ্ছি। তাছাড়া যে মু'মিন তার মুসলিম ভাইদের সমস্যায় সিরিয়াস হতে পারে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। একজন মুসলিমা নারী বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করবেন, হকের উপর অবিচল থাকবেন

এবং কালের বিপর্যয়ে দৃঢ়তার মূর্তপ্রতীক ও জীবন্ত আদর্শ হবেন, এটা আমার এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আনন্দের। আর কেনইবা এটি আনন্দের বিষয় হবে না, একজন মুসলিমা নারী তিনি তো মুসলিম সমাজের মা, বোন, স্ত্রী ও মেয়ে। তার সুখই আমাদের সুখ। তার কষ্ট আমাদেরই কষ্ট। আমি আমার বক্তব্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট শুদ্ধতা এবং তাওফিক কামনা করছি। তিনিই একমাত্র তাওফিকদাতা। তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী।

১. এটা সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে, বিবাহ প্রশান্তি, ভালোবাসা এবং দয়ার বন্ধন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আর তার আরেকটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তার কাছে প্রশান্তি লাভ করো। অতঃপর তিনি তোমাদের পরস্পরের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন ভালবাসার পরশ। নিশ্চয়ই এর মাঝে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে নিদর্শন"। (সূরা রুম – ২১)

অবশ্যই এমন বান্দাও রয়েছে, যার ভাগ্যে বিবাহ নেই। সে ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব হলো, সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নেওয়া। কিন্তু এই বিবাহ বিলম্বের ক্ষেত্রে যেন কোনো মানুষের ভূমিকা না থাকে। সাধারণত বিবাহ বিলম্বের বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যেমন,

এক. হয়তো পাত্রের চরিত্র, গঠন, অবস্থা, পেশা পছন্দনীয় না হওয়া কিংবা তার পারিবারিক স্ট্যাটাস সন্তোষজনক না হওয়া। এছাড়াও সামাজিক প্রথাগত বিভিন্ন কারণ হতে পারে।

দুই. হয়তো প্রতীক্ষিত পাত্রকে নিয়ে পিতা-মাতার ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন থাকে। ফলে উভয়কে সন্তুষ্ট করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে যায়। বিশেষত যখন পিতা-মাতা উভয়ের মাঝে শিক্ষাগত কিংবা সামাজিক অবস্থানগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে, তখন প্রত্যেকেই মনে করে, সেই সঠিক এবং সন্তানের কল্যাণের ব্যাপারে সেই ভালো জানে।

তিন. আবার হতে পারে স্বয়ং মেয়েই পড়াশোনা এবং ডিগ্রি লাভের জন্য বিয়ের পিঁড়িতে বসছে না। সে মনে করে, স্বামী ও পরিবারের দায়িত্ব তার উচ্চবিলাসিতার

জন্য প্রতিবন্ধক। এজন্যই পেশাজীবী মহিলাদের বড় একটি অংশ তাদের আইবুড়ো থাকার পেছনে নিজেকেই প্রথম কারণ হিসেবে উল্লেখ করে। সুতরাং সে অন্যদের এই প্রবণতা আর চিন্তা বিশুদ্ধ করার জন্য তার অতীত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনুশোচনা প্রকাশ করতেই পারে।

চার. আবার হতে পারে তার কাছে প্রস্তাব নিয়ে কোনো পাত্র আসেইনি।

মেয়ে উপযুক্ত হলে বাবা তার মেয়ের জন্য কাছের বা দূরের উপযুক্ত কাউকে প্রস্তাব করতেই পারে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আমাদের থেকে উত্তম মানুষগুলো এমন করে গেছেন। যেমন, সাঈদ ইবনুল মুসায়াইব। বর্তমান সময়েও অনেক বাবা নিজে থেকেই প্রস্তাব দিয়ে মেয়েদের বিবাহ দিচ্ছে। তারা তাদের স্বামীদের সাথে সুখেশান্তিতে বসবাস করছে। আর এই সুখটাই হলো কাঙ্ক্ষিত।

তবে যখন অভিভাবকরাই বিবাহ বিলম্বের পিছনে মূল কারণ হয়ে থাকে, তখন পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে না। ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। হয়তো আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য কোনো ব্যবস্থা করে দিবেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য কোনো উপায় বের করে দেন এবং এমনভাবে তাকে রিযিক দান করেন, সে বুঝতেই পারে না[১৮]— যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য সবকিছু সহজ করে দেন।[১৯]

২. যারা বিবাহ করেছে, তাদের সকলেই অশান্তিতে থাকছে না অথবা এমন স্বামীর ঘরে যাচ্ছে না, যে স্ত্রীকে যন্ত্রণা দেয়। প্রত্যেকের সন্তান অসুস্থ, প্রতিবন্ধী কিংবা অবাধ্য হচ্ছে না। আর সন্তান না হওয়া আল্লাহর ফায়সালা। এতে মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা ছেলেসন্তান দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা দান করেন কন্যাসন্তান। আবার কাউকে কোনো সন্তানই দেন না।

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩)

---

[১৮] সূরা তালাক – ৩
[১৯] সূরা তালাক – ৪

আসমানসমূহ এবং জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন।[২০]

সন্তান অসুস্থ হওয়া, প্রতিবন্ধী হওয়া, এগুলো মা-বাবার জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ তা'য়ালা এর মাধ্যমে তাদের গুনাহ মাফ করেন। পরীক্ষার পরেই তো শান্তি আসে। তবে অবশ্যই ধৈর্যশীল বান্দা হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাদেরকে যখন কোনো বিপদ আক্রান্ত করে, তখন তারা বলে ওঠে, "আমরা তো আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব"।[২১] সুতরাং অসুস্থতা কিংবা প্রতিবন্ধিতার ভয়ে বিবাহ থেকে বিরত থাকা যাবে না। এই আশঙ্কায় সন্তান গ্রহণকে ঘৃণা করা যাবে না। এসবকিছুই আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ। বান্দার এখানে কোনো আপত্তির সুযোগ নেই। আর বিধবা তো স্বামীর মৃত্যুর কারণেই হয়। এখন স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে কে আপত্তি তুলবে? আল্লাহরই সিদ্ধান্ত। তিনি যা ইচ্ছা তা করেন।

তালাক কোনো মেয়েকে দোষী বানায় না এবং তার মর্যাদাও কমাতে পারে না। এখন তালাকের হেতু যদি দ্বীন ও চরিত্র সংশ্লিষ্ট কিছু হয়, তাহলে তো সেটা যে কাউকেই আপত্তিকর বানাবে। পুরুষ হোক কিংবা মহিলা। তাছাড়া তালাক বৈধ বিষয়, যখন একসাথে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এটা কোনো হারাম কিংবা মাকরূহ বিষয় না।

হে বোন! আপনি বলেছেন যে, "কত বোনের জন্যই বিবাহ দ্বীন থেকে সরে আসার কারণ হয়েছে।" আমি আপনাকে বলব, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস এর মাঝেই উত্তম সমস্যার সমাধান রয়েছে। তিনি বলেছেন, যখন এমন কোনো প্রস্তাব তোমাদের কাছে আসে, যার দ্বীন ও বিশ্বস্ততা তোমাদের সন্তুষ্ট করে, তাহলে তার কাছে বিবাহ দিয়ে দাও। এমনটা না করলে (অর্থাৎ এমন প্রস্তাব আসার পরও বিলম্ব করলে কিংবা প্রত্যাখ্যান করলে) সমাজে বিশৃঙ্খলা এবং সমস্যা ছড়িয়ে পড়বে।[২২]

---

[২০] সূরা শুরা – ৪৯
[২১] সূরা বাকারাহ – ১৫৬
[২২] জামে তিরমিজি – ১০৮৪

এমনিভাবে কত মহিলাই তার স্বামীর জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে দ্বীনি দিকটা গুরুত্ব দিতে শরীয়ত আমাদের নির্দেশ দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে, নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[২৩]

আবার অনেক যুবক একজন সৎ মেয়ের হাতে হেদায়েত পেয়েছে। সে তাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করেছে। একজন মেয়ে যতদূর সম্ভব একজন সৎ ছেলেকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করবে। যেই যুবক তাঁকে ভালবাসবে, তাকে শ্রদ্ধায় আগলে রাখবে। আর ভালবাসতে না পারলে অন্তত তার উপর টর্চার করবে না। এক্ষেত্রে মূল অবলম্বন হলো, ন্যায়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেয়া।[২৪]

একজন মুসলিম গৃহিণীর দায়িত্ব হলো, সে নিজ সন্তান এবং স্বামীর জন্য কল্যাণকামী হবে। তাদের উপযুক্ত নসিহাহ দিবে, দাওয়াত দিবে, যদি স্বামী দ্বীনহীন/অবাধ্য হয়। স্বামী মূর্খ হলে তার হেদায়েত ও শিক্ষার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে। নিজে ধনী হলে স্বামীর অভাব পূরণ করবে প্রয়োজন অনুপাতে। আল্লাহর কসম! এটাই তার জন্য গর্বের বিষয়। এই কাজগুলোর মাধ্যমেই সে গর্ববোধ করতে পারে। আজকের মুসলিম তরুণীরা কি দেখে না সেই বিশিষ্ট মহিলা সাহাবীকে, যিনি ইসলামকে তার মহর হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কতইনা উত্তম মহর! অথচ আজকালকের তরুণীরা সম্পদ নিয়ে গর্ব করে!

৩. একজন মহিলা তার শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী সামাজিক সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। এখানে অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা পালনের অবকাশ তার রয়েছে। কেউ তার সামাজিক অধিকার বিনষ্ট করার অধিকার রাখে না। বরং দ্বীন এবং সমাজের খেদমতে তার ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু একজন

---

[২৩] সহিহ বুখারি – হাদিস নং: ৫০৯০
[২৪] সূরা বাকারাহ – ২২৯

অভিভাবক, তিনি তার বাবা হোক বা স্বামী, তার অধীনস্থতা তার জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারে না। সে কখনোই একজন পুরুষকে উপেক্ষা করতে পারে না, চাই সে পুরুষ তার অভিভাবক হোক কিংবা মাহরাম।

৪. আমরা ইসলামী সমাজবান্ধব নীতির জন্য কৃতজ্ঞ। আলহামদুলিল্লাহ। পারস্পরিক এই সম্পর্ক ও সহানুভূতি মুসলিম সভ্যতা বিনির্মাণে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে।

৫. কত সুন্দর আর উত্তম বাণী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন,

إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية

যদি কোনো মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজানের রোজা রাখে আর স্বামীর আনুগত্য করে, তবে তাকে বলা হবে তুমি জান্নাতের আট দরজার যেটা দিয়ে পছন্দ, প্রবেশ করো।[২৫]

তিনি আরও বলেন,

من ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة

যে মহিলা এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৬]

অন্য হাদিসে এসেছে,

هو جنتك ونارك

সে (স্বামী) তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম।[২৭]

---

[২৫] মুসনাদে আহমাদ – ১৬৬১

[২৬] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা – ১৭৪১০

এরকম আরো অনেক হাদিস রয়েছে, যেখানে বিবাহ, স্বামীর আনুগত্য, বৈবাহিক বন্ধন সংরক্ষণে উৎসাহিত করা হয়েছে। সন্তান জন্ম দেওয়া ও তার প্রতিপালনে ধৈর্যশীল হওয়া, স্বামীর ঘরের একজন দায়িত্বশীল হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করা, এসবের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

৬. অবশ্যই এই দুনিয়া আমল আর পরীক্ষার জায়গা। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত জীবন, সন্তানহীন থাকা অথবা অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী সন্তান লাভ করা— সবই পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। হে বোন ! দুনিয়া আমল ও পরীক্ষার জায়গা হওয়ার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য একদম সত্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা জায়গায় আপনি ভুল করেছেন। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুমোদিত উত্তম বস্তুসমূহ উপভোগ করতে নিষেধ করেন না। এই দুনিয়ায় বিপদ-আপদ থাকা একটি স্বাভাবিক বিষয়। যদি এতটুকু কষ্ট না থাকতো, তাহলে জান্নাতকে প্রশান্তির স্থান বানানো হতো না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা খুব সুন্দর বলেছেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴿١٥﴾

"তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা এর দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর দেয়া রিজিক থেকে আহার করো। আর পুনরুত্থান তো তাঁরই কাছে।"[২৮]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

[২৭] জামে তিরমিজি – ১০৮১

[২৮] সূরা মুলক – ১৫

“হে নবী! আপনি বলুন, আল্লাহ নিজের বান্দাদের জন্য যেসব শোভাময় বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে হারাম করেছে? বলুন, পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কেয়ামতের দিনে এসব তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে। এভাবেই আমি জ্ঞানীদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি।”[২৯]

স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ পরীক্ষার বস্তু হলেও অন্যদিক থেকে এগুলোর সৌন্দর্য আল্লাহর দান। এগুলো বান্দার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথে ইখলাসের সাথে ব্যবহার করা হয়।

আর বিবাহজনিত সমস্যার কোনো ধর্তব্য নেই। কারণ এগুলো বিরল বিষয়। সামান্য এই বিষয়গুলো তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবনেও ছিল। সাহাবাদের ঘর, সর্বোত্তম যুগের মানুষরাও এর থেকে মুক্ত ছিলেন না। এজন্য কি আইবুড়োত্বকে স্বাভাবিকভাবে যৌক্তিক বলা যাবে? এর প্রণোদনা যোগানো যাবে? অধিকাংশ তরুণী খ্যাতি (মুসলিম ছাড়া) আর ফ্যাশনের পিছনে পড়ে বিবাহ থেকে বিরত থাকে। অনুষ্ঠান প্রযোজনা, বিজ্ঞাপন, বেতনভুক্ত দপ্তর ইত্যাদি আপত্তিকর জায়গায় নিজেদের ঠেলে দেয়। তারা নিজেদের অপব্যবহার করে। আপন সত্তার সাথে পুতুল খেলা করে। আল্লাহ আপনাদের হেফাজত করুন।

৭. হে বোন! যেসব বোন উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য বিবাহ থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছে এবং একটু বয়স বাড়ার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, তাদের অনেকেই নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য দ্বিতীয় বিবাহকে গ্রহণ করে নিচ্ছে সন্তুষ্টচিত্তে। তারা কখনও একাধিক বিবাহকে মন্দ হিসাবে ব্যাখ্যা করছে না। যারা বিবাহ, মাতৃত্ব, বৈধ উপায়ে সহজাত কামনা পূরণের সুযোগ হারানোর ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়, তাদেরকে দুনিয়ালোভী বলা যায় না। বৈরাগী দৃষ্টিভঙ্গি লালন করলেই কেবল তাদেরকে দুনিয়ালোভী বলা যায়।

ইসলামে কোনো বৈরাগ্য নেই। প্রত্যেকেই দুনিয়ার স্বাভাবিক জীবন ধারণ করবে। মাতৃত্ব, মাতৃত্বের প্রতি আকর্ষণ— এগুলো একজন নারীর সহজাত স্বভাব। আল্লাহই তার ভেতরে এগুলো সৃষ্টি করে রেখেছেন। এটা কোনো মানুষের কর্ম নয়।

---

[২৯] সূরা আরাফ – ৩২

ফলে সহজাত বাসনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে নারীরা অনুতপ্ত হতেই পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্য তাকে দুনিয়ালোভী বলা অন্যায় মনে করি।

যেসব নারী ডাক্তার, নার্স, শিক্ষিকা, এমনকি সাধারণ পেশাজীবী— বৈবাহিক জীবন ধারণের সুযোগ হাতছাড়া করেছে বা কোনো কারণে সন্তান লাভ করতে পারছে না, ফলে তারা বৈধ আকর্ষণ ও মাতৃত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে অনুতপ্ত হচ্ছে। কেবল এই অপ্রাপ্তি অনুভূতির কারণেই আমরা তাদেরকে দুনিয়ালোভী বলতে পারি কি? কোনো নারী কি অনুতপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপত্তিকারী হয়ে যায়? কোন কিতাবে এটা লেখা আছে?

হে বোন! আপনি সত্যকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের অবস্থা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তার নিঃসন্তান স্ত্রীকে নিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন, হে আমার রব! আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে নেক সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি বান্দার দোয়া শুনে থাকেন। আপনি আমাদের সন্তানহীন করে রাখবেন না।[৩০]

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এই আকর্ষণ বোধের কারণে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপত্তিকারী হয়ে যাননি।

৮. ছেলে হোক কিংবা মেয়ে— একজন নেক সন্তান পিতামাতার জন্য তাদের মৃত্যুর পর আমলে মুতাওয়াসিল (আমলে মুতাওয়াসিল সেই আমলকে বলা হয়, মৃত্যুর পরও ব্যক্তির আমলনামায় যার সাওয়াব ও প্রতিদান লেখা হতে থাকে) হিসেবে অবশিষ্ট থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُه إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِه أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه

---

[৩০] সূরা আলে ইমরান – ৩৮, সূরা আম্বিয়া – ৮৯

যখন আদম সন্তান মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমল ছাড়া। সেই তিনটি আমল হলো, সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম এবং নেক সন্তান, যে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে।[৩১]

হে বোন! আপনি সাইয়েদ কুতুব, মুহাম্মদ আল-জারাহ— এই দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, তারা উভয়েই অবিবাহিত ছিলেন। তথাপি মানুষ তাদেরকে স্মরণ করে। তাদের সন্তানাদি না থাকা সত্ত্বেও মানুষ তাদের জন্য দোয়া করে। আপনার এই দৃষ্টান্ত সঠিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়নি। কারণ অবিবাহিত হোক কিংবা বিবাহিত— প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিকেই মানুষ স্মরণ করে এবং তার জন্য দোয়া করে। এ দৃষ্টান্ত দেখানোর দ্বারা যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে বিবাহ থেকে অনুৎসাহিত করা কিংবা আইবুড়োত্বকে দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়ার উপর প্রাধান্য দেয়া, তাহলে আপনি ভুল করেছেন। আপনি সাইয়েদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ এর জীবনধারণ দেখেছেন? তার পুরো জীবন কীভাবে কেটেছে? আমাদের বোন জয়নাব আল-গাজালী এবং মুজি সুলতান এর মতো আরো অনেকেই অবিবাহিত থেকে গেছেন। আবার কেউ কেউ বিবাহিত হওয়ার পরও সন্তান লাভ করতে পারেননি। তারা সকলেই তাকদিরকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের কারো লেখায় বিবাহের প্রতি অনাগ্রহ এবং অবিবাহিত থাকার প্রতি আকাঙ্ক্ষা আমরা পাইনি। এটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পক্ষান্তরে আপনার লেখা পাঠককে এই বার্তাই দিচ্ছে। হয়তো আপনি নিজেও এ বার্তা দিতে চাননি।

আর আপনি সেসব নিঃসন্তান কিংবা সন্তানধারী স্ত্রীর ব্যাপারে কী বলবেন, যারা নিজ সতীনের সন্তানকে নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করে যাচ্ছে সন্তুষ্টচিত্তে? আমাদের সমাজে (আরব সমাজে) তো এটা সত্য এবং বাস্তব বিষয়।

৯-১০. প্রত্যেক মানুষ সফলতা ও সৌভাগ্য কামনা করে। আর প্রত্যেক সফলতা ও সাআদাত তাকওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। মহান

[৩১] সহিহ মুসলিম – হাদিস নং: ২৮৮০, সুনানু নাসায়ি – হাদিস নং: ৩৬৫১, সুনানু আবি দাউদ – হাদিস নং: ২৮৮০, জামে তিরমিজি – হাদিস নং: ১৩৭৬

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আর যে আমার নির্দেশনার অনুসরণ করবে, তার কোনো ভয় নেই।[৩২]

হৃদয়ের শুদ্ধতা, মনের প্রশান্তি এ সবকিছু আল্লাহর তাকওয়ার মাঝেই নিহিত। তাকওয়া এবং কল্যাণকামিতার সাথে বিবাহ, সন্তান লাভ, পরিবার গঠন আল্লাহর ইচ্ছায় ব্যক্তির সফলতা ও প্রশান্তিকেই বাস্তবায়ন করে।

হে বোন! আপনি ঢালাওভাবে পুরুষদেরকে যেভাবে জালেম, চরিত্রহীন, নির্যাতনকারী, লাঞ্ছনাকারী ইত্যাদি অপবাদ দিয়েছেন, তা কখনো সঠিক এবং সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। আপনার প্রবন্ধে পুরুষদের ব্যাপারে এমন বক্তব্য বারবার এসেছে। জানি না এর রহস্য কী!

১১. হে বোন! আপনার চিঠির ১১ নং বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রথমে মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী পাঠ করতে চাই। তিনি বলেন, "তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে, এতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিবাহ করো, দুই, তিন অথবা চার পর্যন্ত। আর যদি আশঙ্কা করো যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে কিংবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে (বিবাহ করো)"।[৩৩]

সুতরাং একাধিক বিবাহ একটি শরীয়তসম্মত বিষয়। বংশবৃদ্ধি ও আইবুড়ো সংকট সমাধানে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কাজেই তিরস্কারের সুরে কখনো এমনটা বলা যাবে না যে, একাধিক বিবাহ হলো অন্যের সুখ ও সম্পর্ক ধ্বংস করে নিজের সুখ ও বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

যদি ব্যাপারটা এমনই হতো, তাহলে একাধিক বিবাহ সাধারণভাবেই সমাজের জন্য ক্ষতিকর হতো। অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা বান্দার কল্যাণের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ। যে বিবাহকে পরিত্যাগ করে আইবুড়োত্বকে গ্রহণ করে নেয় অজানা ভবিষ্যতের ভয়ে, যার কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, সে অবশ্যই আপন ফিতরাতের পরিপন্থি কাজ করলো এবং তার রবের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করলো।

---

[৩২] সূরা বাকারাহ – ৩৮
[৩৩] সূরা নিসা – ৩

বান্দা তো তার রবের ব্যাপারে সর্বদাই সর্বোত্তম ধারণা লালন করবে। নারী, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে সৃষ্টি করার পেছনে রহস্য কী? মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি তাদের দুইজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা প্রার্থনা করো। এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[৩৪]

"তিনি আরো বলেন, আমি প্রত্যেক বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"[৩৫]

অন্যত্র তিনি বলেন, "আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে এতে অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে।"[৩৬]

আপনি বলেছেন যে, দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়া কিংবা একাধিক বিবাহ অধিকাংশ আইবুড়ো নারীর কাছে অগ্রহণযোগ্য একটি বিষয়। জানি না কোত্থেকে আপনি এই পরিসংখ্যান আর সংবাদ বর্ণনা করলেন। এ ধরনের নারী অবশ্যই আছে। তবে সেটাকে ব্যাপক বলে চালিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।

কোনো নারী যদি কোনো পুরুষের দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ স্ত্রী হয়, তবে তার ব্যাপারে বলা যাবে না যে, সে নিজে জেনে অনেক বিপদ আর যন্ত্রণাকে গ্রহণ করে নিয়েছে, যেমনটা আপনি বলেছেন। কীভাবে আপনি জানলেন যে, আইবুড়ো থেকে যাওয়াই তার জন্য কল্যাণকর? মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তোমরা যা অপছন্দ করো,

---

[৩৪] সূরা নিসা – ১
[৩৫] সূরা যারিয়াত – ৪৮
[৩৬] সূরা রুম – ২১

হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যা ভালোবাসো, হতে পারে সেটা তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।[৩৭]

অন্যত্র তিনি বলেন, "হতে পারে তোমরা কোনো জিনিসকে অপছন্দ করো, কিন্তু আল্লাহ সেটার মাঝেই তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণ রেখেছেন।"[৩৮]

কল্যাণ-অকল্যাণের এই ব্যাপারটি সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তাছাড়া আমরা কেন সমাজের সেসব পরিবার থেকে দৃষ্টি বন্ধ করে রাখবো, যেসব পরিবারে দুই, তিন এবং চার জন পর্যন্ত স্ত্রী শান্তিতে ঝগড়ামুক্ত জীবনযাপন করছে। বস্তুত প্রত্যক্ষ দেখার পরও সেসব বোন আত্মস্থ করা মুশকিল ব্যাপার, যাদের উপর পশ্চিমাদের প্রভাব এবং আত্মপ্রবঞ্চনা জয়ী হয়ে আছে। দুর্বল ঈমান এবং বিকৃত চিন্তার শিকার সেই বোনের কথা কখনোই ভুলবো না, যে বলেছিল, "আমার স্বামীর বিদেশ গমন, যেথায় সেথায় যাওয়া এবং তার যেকোনো কর্ম আমি সহ্য করতে পারবো। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারব না। এটা আমার জন্য তার সমস্ত অপকর্মের চেয়েও বেশি কষ্টকর।" আল্লাহর কাছে তার জন্য এবং আমাদের জন্য হেদায়াত কামনা করছি।

হে বোন! আপনিও একজন আইবুড়ো মহিলা। একাধিক বিবাহে আগ্রহী কোনো পুরুষ যদি আপনাকে প্রস্তাব দেয়, তাহলে আপনি কি তার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন? নাকি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবেন, তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা ছাড়াই? আপনার এই প্রত্যাখ্যানের কারণ কি এটা যে, আপনি অন্যের শান্তি নষ্ট করে নিজের ভাগ্য নির্মাণ করতে চান না? তবে আপনি গায়বের ব্যাপারে ধারণা করে বসলেন, যেটা নাও হতে পারে। নাকি আপনি একাধিক বিবাহের বৈধতায় বিরোধিতা করেন এবং এটাকে চিন্তা ও পদ্ধতিগতভাবেও প্রত্যাখ্যান করেন? তবে আপনার এমন আপত্তি ও বিমুখতা আপনাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, যার পরিণাম সুখকর হবে না। আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করি।

---

[৩৭] সূরা বাকারা – ২১৪
[৩৮] সূরা নিসা – ১৯

সবশেষে আমি বলব, প্রতিটি বিপদে আল্লাহর সিদ্ধান্তকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়াই মুমিনের সান্ত্বনা। (জেনে রাখা ভালো, অনেক সময় আমরা নিজেদের ভুলের কারণে বিপদে পড়ি না এবং অনেক সময় আমাদের ভুলের শিকারও আমরা হই না)।

আমরা ভালো করেই জানি, শয়তান খুব করে চেষ্টা করে মুমিনদেরকে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান করে তুলতে। সেটা ইবাদত, আহকাম, মুয়ামালাত—যেকোনো ক্ষেত্রে হতে পারে।

একাধিক বিবাহ একটি বৈধ বিষয়। আমাদের নারীদের ভেতর একটি বৈধ ব্যাপার নিয়ে কারা ভীতি সৃষ্টি করলো? যদি একাধিক বিবাহের কারণে পরিবারে কখনো কিছু ঘটে থাকে, তবে এমন সমস্যা তো অন্যান্য পরিবারেও দেখা যায় বিভিন্ন সময় এবং সেটা একাধিক বিবাহ ছাড়াই। নিশ্চয় শয়তান ও তার বাহিনীই আমাদের ভেতর একাধিক বিবাহ নিয়ে ওয়াসওয়াসা এবং ভীতিকে ছড়িয়ে দিয়েছে।

যে সমাজে আমরা বসবাস করছি, সেটা অবশ্যই ইসলাম বান্ধব একটি সমাজ।[৩৯] এই সমাজের কিছু দ্বীন বিরোধী কর্মকাণ্ড কখনোই তাকে ইসলামের সীমানা থেকে বের করে দিতে পারে না। যদিও আমাদের সমাজে দিনদিন অসৎকর্ম ছড়িয়ে পড়ছে। আর তার প্রতিরোধ হ্রাস পাচ্ছে। তবু ইসলামী শিয়ারসমূহ এখনো প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের সমাজে এমন একজন ডাক্তারের প্রয়োজন, যিনি রোগকে ভালো করে ধরতে পারবেন এবং তার প্রকৃত ঔষধ এবং অপারেশনের সন্ধান দিতে পারবেন। মুসলিম সমাজে দিনদিন আইবুড়ো বৃদ্ধি পাওয়া কখনো কল্যাণকর হতে পারে না। এমনিভাবে তাদেরকে ছাপিয়ে রাখা কিংবা নিজেরা এই অবস্থা নিয়ে গর্ব করা এবং এর ব্যাপারে উৎসাহিত করাও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। কারণ এতে অন্যদের মাঝে বিবাহের প্রতি অনাগ্রহ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাহলে এর সমাধান কী হতে পারে? এর সমাধান হলো— (বস্তুতঃ আল্লাহই ভালো জানেন।)

---

[৩৯] এই পর্যবেক্ষণ আরবের কিছু অঞ্চলের জন্য সত্য হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশকে ইসলাম বান্ধব সমাজ বলা যায় না। বরং এই সমাজে জাহেলিয়া বিজয়ী হয়ে আছে।

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কাছে এমন কেউ প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীনদারী ও সততার ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তবে নিজ কন্যাদেরকে তার কাছে বিবাহ দিয়ে দাও। নতুবা জমিনে অনেক ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।[৪০]

২. পুরুষরা তাদের মেয়ে কিংবা অধীনস্থদের বিবাহের ক্ষেত্রে উচ্চ পড়াশোনা কিংবা মোটা অংকের বেতনকে ওজর হিসেবে মেনে নিবে না। নতুবা এটা বিবাহ বিলম্বের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৩. পরিবারের ভেতর ইসলামী মূল্যবোধের সর্বোচ্চ পাবন্দি করা। পারিবারিক অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে পরিবার ভেঙ্গে যায়, তার ব্যাপারে সমাজে নানা কথা-বার্তা ছড়ায়। মানুষ বলে বেড়ায়, বাবা-মা-ই যখন এমন, তখন সন্তানরা আর কেমনই বা হবে! যদি কেউ জানতে পারে, এই পরিবারের কেউ হারাম রিলেশনে লিপ্ত, যদিও সেটা ফোনে কথা বলার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে, তবুও মানুষ সেই পরিবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। সেই ঘরে আরো ১০ জন দ্বীনদার মানুষ থাকলেও— মানুষ এক প্রকার পিছু টান অনুভব করবে।

৪. যদি মেয়ের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বারবার দ্বীনদার যোগ্য পাত্রদের প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে দ্বীনদার ফ্যামিলি-সহ অন্যরা সেই পরিবার থেকে সরে আসবে। কারণ তারা উল্লিখিত আচরণের পূর্বাভাস পেয়ে যাচ্ছে।

৫. আইবুড়ো সংকট সমাধানে একাধিক বিবাহ ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য সমাজে এবং মুসলিম বোনদের মগজে একাধিক বিবাহ নিয়ে যে বিকৃত ও নিকৃষ্ট চিন্তা ভাড়াটে কলামিস্ট ও অশ্লীলতার ধারকবাহকরা পুশ করে দিয়েছে, সেটাকে দূর করতে হবে। এমনিভাবে যুবকদেরকেও একাধিক বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। বিবাহের ব্যয়বহুল অংককে কমিয়ে এনে তাদের সাহস যোগাতে হবে।

---

[৪০] জামে তিরমিজি – হাদিস নং: ১০৮৪

৬. আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যুবকদেরকে যেকোনোভাবেই হোক তার থেকে বেশি ছোট মেয়েকেই বিবাহ করতে হবে। কিন্তু জানা নেই, কে তাদেরকে কাছাকাছি বয়সি কিংবা সমবয়সী মেয়েদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছে? চাই সেই মেয়ে কুমারীই হোক না কেন? কিংবা কে তাদেরকে অকুমারী, তালাকপ্রাপ্ত বা বিপত্নীক নারীকে বিবাহ করতে বারণ করল?

৭. কিছু পরিবার ঘরের মহিলার কথাই কার্যকর হয়। পুরুষ কেবল একজন ড্রাইভার এবং বাগানের মালি হিসেবে বিবেচিত হয়। পরিবারে তার শরয়ী কর্তৃত্ব থাকে না। ফলে স্ত্রী তার মেয়েদেরকে নিয়ে যেথায় সেথায় যায় এবং বিভিন্ন মজলিসে তাদেরকে নিয়ে গর্ব করে। পরবর্তীতে যখন কেউ প্রস্তাব নিয়ে আসে, তাকে সরাসরি ঘরের মহিলার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মহিলা প্রস্তাবকারী ছেলের কাছ থেকে অসম্ভব এবং তার সাধ্যের বাইরে কিছু কামনা করে বসে, যার দরুন সে সেখান থেকে পলায়ন করে। ঘরে যদি এমন একজন অভিভাবক থাকেন, যিনি আল্লাহকে ভয় করেন, নিজ দায়িত্বের গুরুত্ব ও আমানতের ভারকে অনুভব করেন, তিনি অবশ্যই অধীনস্থদের দ্রুত বিবাহ দেয়ার মাধ্যমে নিজ দায়িত্বের চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চাইবেন।

৮. মোটা অঙ্কের মহর, ব্যয়বহুল খরচ, বিভিন্ন সামাজিক রীতি ও প্রথা যুবকদের জন্য বিবাহকে কঠিন করে দিয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, মানুষ দ্বীনদার এবং জীবনের মর্ম জানার পরও এক্ষেত্রে এসে জাহেলদের মতো হয়ে যায়। তাদের কাছে সম্পদের আধিক্য আর বাহ্যিক সাজ-সজ্জা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। মহরের চড়া অংক, বিনোদন ও ভোজের বিলাসবহুল আয়োজন এবং বিবাহ পরবর্তী আদান-প্রদান সংক্রান্ত নানা প্রথা বর্তমান সমাজে বিবাহের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির একটি কারণ। সাথে সাথে এগুলো গর্হিত বিষয়ও। আমাদেরকে অবশ্যই এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে।

৯. বিবাহ বিলম্বনের অন্যতম একটি কারণ হলো, পার্থিব ভবিষ্যৎ নিয়ে নারীর আশঙ্কা। সে নিজ পড়াশোনা ইত্যাদির ব্যাপারে আশঙ্কায় ভোগে। নারীর এই ভীতি দূর করতে হবে এবং স্বামীদেরকেও এব্যাপারে সৎ হতে হবে।

১০. দায়ী বোনদের কর্তব্য হলো, মুসলিমা তরুণীদেরকে তাদের অধিকার ও দায়িত্বের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে অবগত করা। এ জীবন কেবল পড়াশোনা, চাকুরি আর ব্যাংকে টাকা জমানোর নাম না। রুপালি পর্দার জঞ্জাল ও বিনোদনদাতা লোকদের নোংরা চিন্তা নিয়ে রাত্রি যাপন করার নামই জীবন না। তাদেরকে বুঝতে হবে যে, তারা আগামীকালের চক্ষুশীতলকারী স্ত্রী এবং পরশুর আদর্শ মা। যিনি মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রতিপালন করে যোগ্য করে তুলবেন। তিনি মুসলিম উম্মাহকে এমন প্রজন্ম উপহার দিবেন, যে প্রজন্ম দ্বীনের জন্য সার্বিকভাবে লড়াই চালিয়ে যাবে। দ্বীনের জন্য এটাই একজন নারীর মহান ও শ্রেষ্ঠ উপহার। নারী তার এই ভূমিকায় অনন্য।

হে প্রিয় বোন! সবশেষে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। হয়তো আমি অনেক কিছুই বলে ফেলেছি। যা কিছু সত্য, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা কিছু মিথ্যা, তা আমার নফস ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আপনার জন্য আমার অনেক দোয়া থাকবে। আল্লাহ আপনার হৃদয়ে সত্যকে ঢেলে দিন এবং প্রকাশ্য গোপন সকল ফেতনা থেকে আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রাখুন এবং আপনাকে উত্তম প্রতিদান থেকে বঞ্চিত না রাখুন। আমি কামনা করি, মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমার এই বক্তব্যকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি জন্য কবুল করে নেন। আমিন।

ইতি

আপনার এক দ্বীনি ভাই

সাদ বিন মুহাম্মদ

১০ই রমজান, ১৪১৭ হিজরি

সৌদি আরব
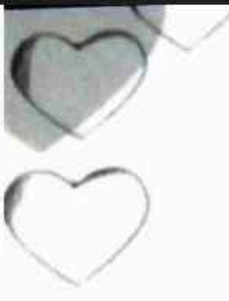
প্রতিউত্তর

সৌদি আরব থেকে ভাই সাদ বিন মুহাম্মদের সমালোচনামূলক পত্র পাওয়ার পর ওই আইবুড়ো সুখী বোনও একটি প্রতিউত্তর লেখেন। নিম্নে সেই প্রতিউত্তরটি তুলে ধরা হলো:

আসসালামু আইলকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ
সম্মানিত ভাই সাদ বিন মুহাম্মদ

শুরুতেই আপনার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আইবুড়ো নারী সংকটের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য। তারপর আমি খুবই আশ্চর্য প্রকাশ করছি আমার বক্তব্যের ভুল উদ্দেশ্য নেওয়ার জন্য। আপনার কাছে আমার পত্রটিকে বিবাহের প্রতি অনুৎসাহিত করা, আইবুড়ো থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার কোনো গোপন বার্তা মনে হয়েছে। এমনকি পুরো বক্তব্যকে আপনি "ঘোড়াকে আস্তাবলে বেঁধে রাখা" এই শিরোনামে ব্যক্ত করেছেন। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমার পত্রের উদ্দেশ্য এমন ছিল না। কোনো বিবেকবান নারী বিবাহের প্রতি অনীহা রাখতে পারে না। সেই জায়গায় একজন মুসলিম হিসেবে কীভাবে আমি এর প্রতি আহ্বান করতে পারি?

আপনি এমন বিষয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছেন, যে বিষয়ে আমিও আপনার সাথে একমত। তবে বাহ্যত আপনার সাথে মতবিরোধ করে কিছু বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি।

১. আমরা মনে করি, কোনো নারী অবিবাহিত থেকে যাওয়া মূলত আল্লাহর ফায়সালা। তবে অধিকাংশ সময় এর পিছনে মেয়ে এবং তার পরিবার দায়ী থাকলেও অন্যদিকে বিচিত্র কিছু গল্প আছে। যেসব বোন ও তাদের ফ্যামিলি

নিজের জায়গায় ঠিক থাকার পরও কোনো অজানা কারণে বিবাহ বিড়ম্বনায় পড়েছেন, প্রথমত, তাদেরকেই আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর ফায়সালাকে মেনে নেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করছি। ধৈর্যের সাথে নানান মৌলিক খেদমতের মাধ্যমে তারা নিজেদের শূন্যতাকে পূর্ণতায় রূপ দিক। হতাশায় সময় নষ্ট করার চেয়ে এটাই উত্তম।

২. আমরা বিশ্বাস করি, সমাজে এমন কিছু নারী আছেন, যাদের ভাগ্যে বিবাহ লেখা নেই। তথাপি তারা পরিবার-সমাজ ও উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন, যার মাধ্যমে তারা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সাথে সাথে আমরা এটাও বিশ্বাস করি, এই নারীরা সে সব নারী থেকে সুখী হবেন, যারা দুর্ভাগ্যবশত চরিত্রহীন লম্পট স্বামী পেয়েছেন।

৩. মুমিন হিসেবে আমরা অবশ্যই একাধিক বিবাহের প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং পদ্ধতিগতভাবে আমরা কখনোই তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। সে সাথে সাথে আমরা এটাও বিশ্বাস করি— একাধিক বিবাহ একটি বৈধ বিষয়, আবশ্যক কিছু নয়। অর্থাৎ নারী-পুরুষের জন্য এটাকে গ্রহণ করার কিংবা না করার অধিকার আছে। অনেকেই হয়তো একাধিক বিবাহের অভিজ্ঞতায় প্রবেশের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে পারেন না। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় যারা স্বামীর একাধিক বিবাহকে মেনে নিয়েছেন কিংবা নিজে কারো দ্বিতীয় বা তার অধিক স্ত্রী হয়েছেন, আমরা তাদের জন্য অন্তর থেকে দোয়া করি। সাথে সাথে আমরা এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের শরীয়ত একজন মুসলিমাকে বিবাহের আকদে এই শর্ত যুক্ত করার অনুমতি দিয়েছে যে, তার স্বামী তার জীবদ্দশায় অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবে না।

৪. আমরা আপনার সাথে একমত যে, একাধিক বিবাহ অন্যান্য সামাজিক সংকটের (তালাক, বিপত্নী) জন্য একটি সমাধান হতে পারে। তবে প্রিয় ভাই! এর জন্য উদ্দেশ্য পরিশুদ্ধ করাকে জরুরি মনে করি। কতজন পুরুষ আজকে এই সমস্যাগুলো সমাধানের নিয়তে একাধিক বিবাহ করতে চায়! একাধিক বিবাহে আগ্রহী অধিকাংশ পুরুষই কমবয়সি, সুন্দর গড়ন ও গঠনের অধিকারী

ফর্সা বর্ণের কুমারী খোঁজে। এটা তার জন্য বৈধ হতে পারে। কিন্তু সামাজিক সংকটগুলো নিরসনে কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না।

৫. আমরা এই ব্যাপারেও আপনার সাথে একমত যে, সমাজের দায়িত্ব হলো বিভিন্নভাবে এই সংকট নিরসনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া, যেন খুব কমসংখ্যক মেয়ে বিবাহ ছাড়া থাকে। একই সাথে আমরা বিশ্বাস করি, এই সংকটকে বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখে এর সমাধানের চেষ্টা করা জরুরি। আমরা স্বীকার করি কিংবা নাই করি, বাস্তবতা হলো, এই সংকট হুট করেই সমাধান করা সম্ভব না। আমরা যে সমাজব্যবস্থায় বসবাস করছি, এই ব্যবস্থায় উল্লেখিত সামাজিক সঙ্কটগুলো বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এর জন্য পুরো সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি আপাতত এসব বোনদের জন্য মৌলিক ব্যবস্থাপনাও জরুরি, যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন খিদমাত আঞ্জাম দিতে পারে। পাশাপাশি এই শ্রেণির বোনদের প্রতি সমাজের যেই নেতিবাচক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি সেই জায়গাতেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।
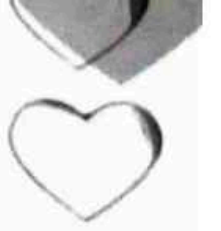
আইবুড়ো... তারপর বিবাহ

ইতিপূর্বে উম্মে হাসান নামে এক বোনের একটি প্রবন্ধ আমরা উল্লেখ করে এসেছি। যার শিরোনাম ছিল "আমার অভিজ্ঞতা"। এখন আমরা সেই বোনের আরেকটি পত্র তুলে ধরছি—

ইতিপূর্বে আইবুড়ো নিয়ে আমার প্রবন্ধটি ছাপানোর জন্য আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি আপনাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলাম যে, আইবুড়ো বোনদের সুখময় জীবন-আচার নিয়ে আরো লিখব। এরই ধারাবাহিকতায় আপনাদের সাথে একটি চমকপ্রদ ব্যাপার শেয়ার করতে চাচ্ছি। আগের লেখাতে আমি এক বোনের কথা বলেছিলাম, যাকে নিয়ে আমি খুব আশ্চর্য বোধ করতাম। সে ছিল রূপবতী, একটি হেফজ বিভাগের শিক্ষিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। একজন প্রাক্টিসিং মুসলিম যে ধরণের দ্বীনদারি ও চরিত্র কামনা করে, তার মাঝে সেটা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যখনই কোনো যুবক কিংবা তার জানাশোনা বিবাহিত পুরুষ প্রস্তাব নিয়ে আসত, গ্রামের লোকেরা তার ব্যাপারে প্রস্তাবকারীর কাছে কুৎসা রটাত। তার পিছনে বদনাম করত। ফলে তারা তাকে ছেড়ে চলে যেত।

তার প্রতি আমার মুগ্ধতা আরো বেড়ে যেত, যখন দেখতাম যে সে নিয়মিত তাহাজ্জুদ, কোরআন তেলাওয়াত এবং নিজের বিবাহ কামনা করে আল্লাহর কাছে মিষ্টি মিষ্টি দোয়া করতো। আমি মনে মনে বলতাম, সুবহানাল্লাহ! এত অধিক আমল এবং দোয়ার পরও কীভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ভাগ্যে এখনো পর্যন্ত বিবাহ লিখে দিচ্ছেন না!

এভাবে চললো চারটি বছর। চার বছর পর আল্লাহ তায়ালা তার থেকে কম বয়সী এক যুবককে মিলিয়ে দিলেন। যুবকটি এখনো ছাত্র। সে আল্লাহর নেয়ামতের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করে এবং অত্যন্ত খুশি হয় যে, মহান আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে, "তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত না হলে, তিনি তোমার প্রতি ধাবিত হবেন না"।

ওই বোন নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি প্রত্যেক সেজদাতে এবং আযান ও ইকামতের মাঝামাঝি সময়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম। পাশাপাশি পরিচিত বোনদের কাছে বিশেষ দোয়া চাইতাম। আমি নিজেও অন্যের বিবাহ নিয়ে দোয়া করতাম এই আশায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা আমার তামান্না কবুল করবেন। আমি বললাম, আপনার বিবাহ তাহলে এই দোয়ারই প্রতিফলন। দোয়াই তো মুমিনের অস্ত্র।

বোনটি বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহপাঠী বোন আমাকে দোয়া বাড়িয়ে দেয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছে। সে আমাকে বলতো, আমি আল্লাহর কাছে স্পষ্ট শব্দে দোয়া করতাম— "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে একজন সৎ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী স্বামী দান করুন, যে আমাকে ভালোবাসবে, সম্মান করবে, আমাকে অপমান করবে না"।

আলহামদুলিল্লাহ। যেমন তামান্না করেছি, মহান আল্লাহ তায়ালা তেমনি দান করেছেন। সুতরাং তুমিও দোয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার কৃপণতা করবে না। প্রথমে, শেষে এবং সর্বদা আল্লাহই অনুগ্রহকারী।

এটা হলো এক বোনের ঘটনা। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি সকল বোনকে সৎ স্বামী এবং নেক সন্তান দান করুন। আমিন।

আরেক বোনের ঘটনা বলি। তিনি দীর্ঘদিন অবিবাহিত ছিলেন। তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। নিজের ব্যাপারে তিনি বলেন, আমার আইবুড়োত্বের কারণ প্রস্তাবকারীদের ফিরে যাওয়া নয়। বরং সব সময় আমি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতাম। আমি দায়িত্বের ভয়ে নিজের বিবাহের ব্যাপারে বিলম্ব করছিলাম। একটা হাদিসের কথা আমি বার বার মনে করতাম। যার মর্ম হলো, এক মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে স্বামীর হকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন যে, "যদি তোমার স্বামীর মাথা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়, কিন্তু রক্ত মোছার মতো কোনো কিছু তুমি পাচ্ছো না, তাহলে তুমি নিজের মুখ দিয়ে রক্ত চুষে নেবে। তবেই তুমি স্বামীর অধিকার আদায় করতে পারবে"।[৪১] ফলে আমি আল্লাহর শাস্তিকে ভয় পেতাম। যদি আমি যথাযথভাবে স্বামীর হক আদায় না করতে পারি, তাহলে কী হবে!

দীর্ঘ একটা সময় এই চিন্তা আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। এই চিন্তা থেকে বাঁচার জন্য আমি নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। সামর্থ্য অনুযায়ী দ্বীনি খেদমতের জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করলাম। আমার শিক্ষা জীবনে সর্বোচ্চ সফলতা লাভের চেষ্টায় লিপ্ত হলাম। প্রথমে আমি একজন শিক্ষক ছিলাম। তারপর পরিচালক হলাম। এভাবেই আমার বয়স কেটে গেল। বিবাহের ট্রেন ফেল করে বসলাম।

ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তিত না এই কথা ভেবে যে, এ অবস্থা শুধু আমার একার না, আমার এই তরবিয়তমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকলেরই তো একই অবস্থা।

আমরা নিয়মিত দরসের ব্যবস্থা করতাম, সাক্ষাৎ করতাম। আমি আমার ভাই-বোনদের সন্তানদের লালন পালন করতাম। তারা আমাকে অনেক ভালবাসত। ফলে সন্তানের শূন্যতা আমার তেমন অনুভব হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ! আমি এখন সুখময় জীবন যাপন করছি। আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি আমার এই সুখটা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করুক, যেটা আমি এখনও অনুভব করছি।

---

[৪১] হাদিসের মূল পাঠ হচ্ছে, (সহিহুল জামে – হাদিস নং: ৩১৪৮)

أخرج البيهقي والنسائي - بسند حسن - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "أتى رجل بابنته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، فقال لها: ((أطيعي أباك))، فقالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تُخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فقال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتثر منخراه صديدًا أو دمًا، ثم ابتلعته - ما أدَّت حقه

যেসব বোনের বিবাহের ট্রেন ছুটে গেছে, তাদের মনে করতে হবে তাদের মতো আরো বোন আছে। তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। হতাশ হলে চলবে না। জীবনের মূল্যবান সময়কে হতাশায় না কাটিয়ে দিয়ে উপকারি এবং এমন কাজে ব্যয় করা উচিত, যা তার সম্মান বৃদ্ধি করবে।

এই আইবুড়ো বোনের অভিজ্ঞতার সাথে আমি একটু যুক্ত করতে চাই। এই বোন সব সময় সুন্দর একটি দোয়া করতেন। সে দোয়াটি হলো—

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْنِيْ اِلَيْكَ وَ اِلَى مَلَائِكَتِكَ وَ اِلَى جَمْعِ خُلُقِكَ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার কাছে প্রিয় করে নিন এবং আপনার ফেরেশতা-সহ সৃষ্টিকুলের কাছেই প্রিয় বানিয়ে দিন।

সুবহানাল্লাহ! এই দোয়ার বরকতে এমন হয়েছে যে, যেই তার সাথে মিশতো, মুগ্ধ হয়ে যেত। এমনকি যেসব বোন তার প্রতি হিংসা রাখত, তারাও এই বোনের সাথে সাক্ষাৎ কিংবা যোগাযোগ না করে থাকতে পারত না। আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার অন্তরে তার প্রতি এমন ভালবাসা ঢেলে দিয়েছেন যে, চাইলেও কেউ সেই ভালোবাসা উপেক্ষা করতে পারে না। যে ব্যক্তি কোনো অপ্রাপ্তির উপর সবর করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে আরও অধিক কল্যাণকর বিষয় দান করেন।

সবশেষে বোনদের প্রতি আহ্বান থাকবে, যদি আপনি ধৈর্য ধারণ করতে অক্ষম হন, তাহলে অবশ্যই নিম্নের কাজগুলো চালিয়ে যাবেন—

১. দিনে-রাতে বিশেষ মুহূর্তগুলোতে আন্তরিকতার সাথে বেশি বেশি দোয়া করা। বিবাহ এবং ভ্রাতৃত্ব আল্লাহপ্রদত্ত রিজিক, যেমন সম্পদ এবং সুস্থতাও তার দেয়া রিজিক।

২. আপনার মাঝে যেই ত্রুটিই থাকুক না কেন, বিবাহ নিয়ে আল্লাহর কুদরতের প্রতি অনাস্থা রাখবেন না। এমনকি আপনার যৌন অক্ষমতা থাকলেও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখুন। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকুন। তাড়াপ্রবণতার শিকার হয়ে দোয়া বন্ধ করে দিবেন না। কোনো এক সময় আল্লাহ আপনার ডাকে সাড়া দিবেনই।

৩. আপনার মূল্যবান সময়কে অধিকহারে কোরআন তেলাওয়াত, ইস্তেগফার, সালাত ও মাসনুন দোয়া আদায়ে ব্যয় করুন। এগুলো ভাগ্যের চাবিকাঠি। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য কোনো না কোনো পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দান করে দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।[৪২]

আল্লাহ তা'য়ালা সকলকে তাঁর পছন্দনীয় এবং সন্তুষ্টিমূলক কাজের তাওফিক দান করুন। আমিন।

আপনাদেরই দ্বীনি বোন

উম্মে হাসান

---

[৪২] সূরা তালাক – ২,৩

বিবাহ বিলম্বের বাহ্যিক কারণসমূহ

ইসলাম যুবকদেরকে দ্রুত বিবাহ করার প্রতি উৎসাহিত করে। এর মাধ্যমে ইসলাম তাদের যৌন পবিত্রতা কামনা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্য থেকে যাদের শারীরিক সক্ষমতা এবং সাধারণ ভরণপোষণের ক্ষমতা আছে, সে যেন দ্রুত বিয়ে করে ফেলে।[৪৩]

ইসলামের এই নির্দেশনার পিছনে গভীর কিছু উদ্দেশ্য আছে এবং ব্যক্তি পরিবার ও সমাজের উপর এর নানামুখী উপকারিতাও আছে। বিগত শতাব্দিগুলোতে, এমনকি আধুনিক সময়ে এসেও ইসলামী সমাজের অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো, দ্রুত বিবাহ করা। চারিত্রিকতা, যোগ্যতা, সংযমতা, নিয়মানুবর্তিতা, সততা এবং দ্বীনদারিতা সহ এর বহুমুখী ফলাফল ইসলামী সমাজ ভোগ করছে।

ভিতরগত নানা প্রথার সৃষ্টি হোক কিংবা বহিরাগত কোন সভ্যতার আগ্রাসনের মাধ্যমে হোক, কালের পরিক্রমায় আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্তা, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল। বর্তমান অধিকাংশ মুসলিম দেশের অবস্থা এমন। এখন যুবকরা দীর্ঘবছর বিবাহ বিলম্বের ক্ষেত্রে ইসলাম ভিন্ন অন্যান্য সভ্যতা ও চিন্তার ধারকবাহকদের অনুসরণ করে। অনেক মুসলিম দেশে বিবাহের সাধারণ বয়স হয়ে গেছে যুবকদের ক্ষেত্রে ৩৬, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ৩২। মুসলিম দেশগুলোর বিভিন্ন পরিসংখ্যান এমনটাই বলছে।

---

[৪৩] সহিহ বুখারি – ৫০৬৬, সহিহ মুসলিম – ১৪০০

মুসলিম সমাজের জন্য এটি খুবই ভয়াবহ একটি ব্যাপার। সমস্যাটি অবশ্যই আলোচনা ও সমাধানের দাবি রাখে। মুসলিম উম্মাহর ভিতর এই প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ার কারণে তারা বিভিন্ন সামাজিক সংকটে আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে এই প্রবণতাকে কাটিয়ে উঠতে কিংবা কমিয়ে আনতে বেশ কিছু গবেষণাধর্মী এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে দেখছে। তারা বিভিন্ন পরিসংখ্যান এবং একাডেমিক সমাধান তৈরির চেষ্টা করছে। মিশরে এমনই একটি সংগঠনের নাম হলো, 'আল-মাহাদুল কওমিয়্যু লিল বুহুসিল ইজতেমাইয়্যা ওয়াল জানাইয়্যাহ'।

বিবাহ বিলম্বের প্রবণতা নিয়ে মিশরের সমাজকর্মী ড. আহমদ মাজযুবের একটি প্রবন্ধ তারা প্রকাশ করেছে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, যুবকদের মাঝে বিবাহ থেকে পিছিয়ে থাকার যে প্রবণতা ছড়িয়ে পড়েছে, এটা এমন কিছু সামাজিক ও মানসিক সংকট তৈরি করছে, যা কখনো একটি দ্বীনি সমাজের মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সাথে যায় না এবং সেগুলো সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পাশাপাশি এর ফলে নারী-পুরুষের মাঝে ফাটলও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে।

ইসলামই একমাত্র সমাধান

বিবাহ বিলম্বের প্রবণতাসমূহের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডক্টর মাজযুব আরো বলেন, "এমনিতেই কিছু কিছু মুসলিম দেশের যুবকরা অর্থনৈতিক সংকটের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে, তথাপি সেখানে কুফফার থেকে গৃহীত বিভিন্ন চিন্তা ও প্রথাগত সংকটও তাদের বিবাহ থেকে বাধা দিয়ে যাচ্ছে। মোটা অংকের মহর, নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ-রুপার অলংকার প্রদানের মতো স্থানীয় প্রথাসমূহ তো আছেই। এই সবগুলো মিলে ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক পরিবেশ বিবাহ করতে আগ্রহী যুবকদেরকে পিছু টেনে ধরছে।

সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে প্রবন্ধটিতে বলা হয়, সমাজের সকলকে শরীয়তের নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত করতে হবে। উল্লিখিত সঙ্কটগুলো নিয়ে সকলের মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। এবং বিবাহ সংশ্লিষ্ট শরয়ী মাসায়েল এবং ইসলামী মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে হবে। যেন সকলে জানতে পারে, বিবাহ বিলম্বনা, মহরের মোটা অংক ধার্যকরণ, বিবাহের পথে শাস্তির আইন এবং বাঁধা সৃষ্টির ব্যাপারে দ্বীনের মূলনীতিসমূহ পরিপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কারণ ইসলাম দ্রুত ও কুমারী বয়সে বিবাহ করতে উৎসাহিত করে। এবং মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানায়, তারা যেন বিবাহকে সহজ করে। মোটা অংকের মহর ধার্য করে বিবাহের পথে বাধা সৃষ্টি না করে। বিবাহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তির দ্বীনদারি এবং উত্তম চরিত্রকে একমাত্র এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে দেখে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি তোমাদের কাছে এমন কেউ প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীনদারি এবং চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট হতে পারো, তাহলে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে দাও।[৪৪]

যতটুকু দিয়ে সাধারণ ভরণপোষণ এবং দৈনন্দিন জীবনযাপন চলে যায়, ততটুকুই যথেষ্ট। এর বাইরে বস্তুগত আর কোনো শর্ত ইসলাম আরোপ করেনি।

---

[৪৪] তিরমিজি – হাদিস নং: ১০৮৪

বিবাহের জন্য একটাই মাত্র শর্ত

শায়খ আতিয়া সকর (আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাতোয়া বিভাগের প্রধান) বলেন, ইসলাম কম বয়সে বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। সাধারণ ভরণপোষণ এবং শারীরিক সক্ষমতা থাকলেই মানুষকে বিবাহ সম্পাদনের জন্য উৎসাহ দিয়েছে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যার باءت (বাআত) আছে, সে যেন বিবাহ করে ফেলে। باءت দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ ভরণপোষণের ক্ষমতা এবং যৌন মিলনের সক্ষমতা।

এই হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, বিবাহের ক্ষেত্রে যুবকদের থেকে একমাত্র কাম্য হলো, সাধারণ খাবারদাবার, পোশাকের ব্যবস্থাপনাসহ পরিবার পরিচালনা। এর বাইরে যত শর্তারোপ করা হবে, সেগুলো বাড়াবাড়ি এবং বিবাহের পথে বাধা সৃষ্টি বলেই বিবেচিত হবে। এটাই আল্লাহর শরীয়ত। ইসলাম বিবাহের জন্য দ্বীনদারি, চরিত্র ছাড়া অন্য কোনো শর্ত আরোপ করেনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কাছে এমন কেউ প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীনদারি চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তবে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে দাও।

এই হাদিস প্রমাণ বহন করে, বিবাহের কর্ম সম্পাদনের জন্য মৌলিক শর্ত হলো দ্বীনদারী এবং চরিত্র। বাহারি উপঢৌকন, মোটা অংকের মহরসহ আরো যত বিষয় বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, এসব বিবাহের পথে বাধা সৃষ্টির কারণ।

মহর

শায়খ আতিয়া সকর আরো বলেন, এই কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, বিবাহের আকদের ক্ষেত্রে মহর একটি শর্ত। কিন্তু সমস্যা হলো, মহরের পরিমাণ নিয়ে কনেপক্ষ বর্তমানে এত মোটা অংকের মহর ধার্য করতে চায়, যা যুবকদের পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব না। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র কোরআনের একটি সূরাকেও মহর হিসেবে গণ্য করেছেন, যখন পাত্রের কাছে মহর প্রদানের মতো কোনো অর্থ ছিল না। যা থেকে বোঝা যায়, মহরের ব্যাপারটি ইসলামে একটি প্রতীকী গুরুত্ব রাখে। মহরের উদ্দেশ্য হলো, যুবক তার নববধুকে উপহার প্রদান করা। নতুবা একজন নারীর মূল্য কখনো টাকা হতে পারে না। উপহার হলো ভালবাসার নিদর্শন। এটা গর্ব, বাড়াবাড়ি করার বিষয় নয়। আর আজ এটাই হচ্ছে। উল্লিখিত কারণসমূহের ফলেই বিবাহে বিলম্বনা এবং আইবুড়োত্বের মতো সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে। যেগুলো সমাজে নানামুখী সংকট ছড়িয়ে দিয়েছে। একমাত্র ইসলামী নির্দেশনা মেনেই এগুলো থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

মুসলিম সমাজ

আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. সাইয়েদ রিযক স্পষ্ট করে বলেন, কিছু কিছু দেশের যুবকদের মধ্যে বিবাহ থেকে পিছিয়ে আসার প্রবণতা তাদের ইচ্ছার কারণে হয়নি। বরং যাপিত জীবনের কৃত্রিম সংকটগুলো দেখে তারা বাধ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু যুবকদের পিছিয়ে আসাটা অন্যদিকে যুবতীদের বিবাহ বিলম্বনায় ভূমিকা রাখছে। এজন্য বিবেক বলে, কনেপক্ষ থেকে বিবাহকে সহজ করে দেয়া যুবকদেরকে বিবাহের ব্যাপারে সাহসী করে তুলবে। ফলে একসাথে উভয় পক্ষের সমস্যারই সমাধান হবে।

সাধারণত আমাদের মুসলিম সমাজে অভিভাবকরা মেয়েদেরকেই আগে বিবাহ দিতে চায়। এমনকি ছেলেরা অবিবাহিত থেকে গেলেও। কারণ ছেলেরা নিজের দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটা সাধারণ নয়। এজন্য জরুরি হলো, যুবকদের সামনে বিবাহকে সহজ করে তোলা। যেন উভয়দিক থেকেই সমস্যা সমাধান হয়ে যায় এবং মুসলিম সমাজ নিরাপদ জীবনযাত্রা লাভ করতে পারে।

মূলত উল্লিখিত সংকটগুলো মানুষের নিজ হাতের তৈরি। ইসলাম সহজ করতে চায়, কঠিন নয়। কিন্তু মানুষরাই নিজেদের উপর কাঠিন্যকে চাপিয়ে নেয় এমন কিছু ধারণা উদ্ভাবনের মাধ্যমে, ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। এই ধারণাগুলো পাশ্চাত্য থেকে গৃহীত হতে পারে কিংবা নিজ থেকে তৈরি করাও হতে পারে।

ডক্টর রিযক আরও বলেন, যদি কোনো পুরুষ নিজ মেয়েকে এমন কোনো পুরুষের হাতে তুলে দেয়, যে অনেক স্বচ্ছ এবং ধনসম্পদের অধিকারী। কিন্তু তার দ্বীন ও নৈতিকতার ভিত্তি নেই। এই পুরুষ কি তার মেয়েকে সুখেশান্তিতে রাখবে? কখনোই না। ধনসম্পদে বিভোর থাকা কখনোই সুখ নয়। এব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করে গেছেন। বরং যদি

সেই যুবক অনেক ধনসম্পদের মালিক না হয়, কিন্তু উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়, তবে এটাই তার জন্য অধিক এবং প্রশান্তিময় হবে।

আমরা সকলে জানি সম্পদ হলো একটা শোভা, সম্মান বা মূল্যমান নয়। সম্মানিত অনেক সাহাবিই দারিদ্রে জর্জরিত ছিলেন। এমনকি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো ব্যক্তিও দরিদ্র ছিলেন। তা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কন্যা ফাতেমাতুজ জাহারা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তার সাথে বিবাহ দিয়েছেন। তার ঘরে চুলায় তিনদিন আগুন জ্বলতো না, পাকানোর মতো জিনিস না থাকার কারণে। এটা কি ফাতেমা এবং সেই দরিদ্র আলী রাযিআল্লাহু আনহুমা-দের সম্মানে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে, যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি ইলমের শহর, আর আলি সেই শহরের প্রবেশদ্বার?[৪৫]

এটাই হলো ইসলাম। এটাই হলো সেই সোনালি সমাজ। কিতাবুল্লাহর নূর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ ও সাহাবাদের অনুকরণে ইসলাম যার উপহার দিয়েছে।

---

[৪৫] আল-মুজামুল কাবির লিত তবরানি – ১১০৬১। এই হাদিসে বেশ সমস্যা রয়েছে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস এই হাদিসকে মুনকার, আবার কেউ কেউ মাওজু বলেছেন।

সায়িদাতঃ কে পড়বে? কেন পড়বে?

* আপনি যদি বিবাহ বিলম্বে পড়া কোন বোন হোন, তাহলে এই বই আপনার সাহস জোগাবে। স্বস্তির পথ বাতলে দিবে। একাকিত্বের ঘোর থেকে বের করে জীবনের মূল্যবান সময়কে কাজে লাগাতে সাহায্য করবে। সর্বোপরি আপনাকে হাতে ধরে আপনার বর্তমান করণীয় বলে দিবে।
সুতরাং হে প্রিয়বোন! এখন থেকেই শুরু করুন। হতাশা ঝেড়ে ফেলুন। জেগে উঠুন। জাগিয়ে তুলুন।

* আপনি যদি মুসলিম পুরুষ হোন, তাহলে এই বই আপনাকে এক মুমিনা বোনের পাশে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করবে। সমাজের কালোপ্রথা ভেঙ্গে দিয়ে আপনাকে সাহসী উদ্যোগ নিতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। কোন এক সালিহাতের হাত কবুলের মধ্য দিয়ে আপনি হতে পারবেন সময়ের সাহসী পুরুষ। দিনশেষে আপনার ঘর আলোকিত হবে একজন প্রেমময়ী প্রেয়সী দিয়ে।
কাজেই হে প্রিয় ভাই! আজই পদক্ষেপ নিন।

* আপনি যদি বিবাহ বিলম্বে পড়া কোন বোনের অভিভাবক হোন,তাহলে এই বই আপনাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিবে আপনার কিংবা আপনার ফ্যামিলির নেওয়া ভুল পদক্ষেপগুলো। সামনে যেন এ ধরনের ভুল না হয় সেজন্য এখনি প্রস্তুত হোন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন।

মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা) নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
01933-903070, 01301 261380
maktabatussaif@gmail.com
fb.com/maktabatus Saif